The God of the Upanishads.

By RABINDRA NATH TAGORE.

(Translated from Bengalee)

(Continued from page 16.)

There can be no doubt that truth is hard of attainment, that real devotion is difficult to acquire, and that all great or noble work can be accomplished only by strenuous and painstaking exertion, but what have we gained by lowering their ideal and thereby rendering them purposeless, false and discreditable to manhood? Whereto have we at last come, as we have progressed in our career of sportive levity, reducing knowledge, love and work, which form the highest peak of human nature, into several pieces of dead earth, with the object of dwarfing duty? We have admitted ourselves to be incapable and incompetent and fit only to realize the inferior ideal of faith and work, and then dedicated ourselves joyously to effortless Inertia. We proclaim with an unrestrained voice that we are as infants with regard to things spiritual, and nursed pleasantly in slumber, sport, and unbridled imagination, we lose all spirit and virility, desiring immunity from all man-like, hard exertion for the attainment of great ends and from all noble effort, and expecting pardon from the sage and indulgence from God for our conduct. We have reached the last stage of national degeneration by crippling our reason, by blinding our love and reverence, by clouding our intiution, by banishing God from our thought and endeavour and by sowing manifold seeds of indolence and subjection in our heart, mind and soul. That is why to--day we are distracted by fear, humiliated by wretched indigence and torn by misery and affliction. We are divided and separated, downtrodden and crushed, and bereft of strength and power. Without us we meet only abasement, within us we are confronted by remorse, and signs of decay encircle us. If we look without us, we observe disunion reigning between one race and another, one caste and another and one sect and another, and if we look within us, we find there is no harmony existing among our thought, word and action, between our education and conduct, and between our faith and work. This moral cowardice and this disunion are responsible for our society, our home and our heart being rent asunder by a pervasive falsehood. We must unite ourselves and be one, we must acquire life and spirit, and we must shake off fear. We will stand up with our heads erect against ignorance and injustice. But who is to be our strength and who is to be our mainstay? Who is that omnipresent Truth, who is that unbisectable One having no equal to Him, who will bestow upon us the gift of unity in thought, word and action between brother and brother and race and race? We have not found in the midst of the worldly life we lead that Supreme Mainstay which conquers the fear of men and the fear of death: it is the heavy burden of the world that has humbled the more our humiliated head and it is the iron shackles of the world that have made the more immovable our inert and feeble body. God is our only saviour from this fear, this burden and this littleness of our life.

(To be concluded)
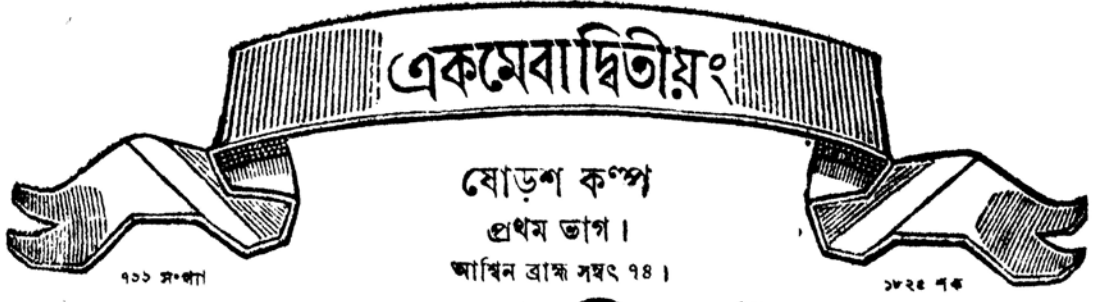
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

উপদেশ।

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ-পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

"এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই"।

সমস্ত রাত্রি অন্ধকার গৃহে রুদ্ধ থাকিয়া প্রভাতে মুক্ত বায়ুতে সঞ্চরণ করিলে, শরীর মন যে প্রকার প্রফুল্ল—হয়, সংসার-চিন্তারূপ তমসাচ্ছন্ন কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তেজোময় অমৃতময় ঈশ্বরে সঞ্চরণ করিলে, আত্মা সেই রূপ অপার আনন্দে ভাসিতে থাকে। তখন সে মৃত্যু হইতে—মৃত্যু হইতেও শতগুণে ক্লেশকর মনঃপীড়া হইতে মুক্ত হয়। এ সময়ে আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়া তন্ময় হইয়া যায়; ইহাই জীবন্মুক্তি—ইহাই পরামুক্তি। ঋষিরা এই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তেজোময় অমৃতময় বলিয়া গিয়াছেন। একথা তাঁহাদের মুখস্থ কথা নহে; ইহা তাঁহাদের হৃদয়ের কথা। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

"আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।" এ কথা তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া বলেন নাই, ইহা তাঁহাদের সরল উক্তি। ক্রোড়স্থ শিশু যেমন মাতার স্পর্শসুখ অনুভব করে ও তাঁহাকে দেখে, তাঁহারাও তেমনি সেই জগন্মাতার স্পর্শসুখ অনুভব করিতেন এবং তাঁহার স্নেহপূর্ণ আনন দেখিতেন। আমরা যে ঈশ্বরের পূজা অদ্য এখানে করিতেছি তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিয়া কি তিনি অবস্তু—শূন্যময়; তাহা নহে। তিনিই জগতে একমাত্র সারবস্তু। তিনি তেজো-

ময় অমৃতময়। তিনি "অণোরণীয়ান্" তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। আমরা দেখিতে পাই যে বস্তু যত সূক্ষ্ম সে বস্তু তত তেজোময়। সুতরাং ঈশ্বর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময়; তিনি অবিনাশী। এই তেজ সৃষ্টির সর্ব্বত্র, জড়ে এবং আত্মায়। তিনি "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠেতে যেমন অগ্নি থাকে, তেমনি তিনি জড়ে ও আত্মায় ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে যে প্রণালীতে দেখিতে হয়, যে প্রণালীতে উপলব্ধি করিতে হয়, লোকে তাহা করে না, তাঁহার করুণা ও প্রসন্নতা ভিক্ষা করে না, কাজেই নিরাশ হয় এবং ঈশ্বর নাই বলিয়া থাকে। কিন্তু তৃষিত মৃগের ন্যায় যে ব্যক্তি আপনার অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে কখন বিফলপ্রযত্ন হয় না। কখন এমন মনে করিও না যে তাঁহাকে একবারে জানা যায় না। মানুষকে তিনি যতটুকু ধারণা শক্তি দিয়াছেন; তাঁর কৃপা হইলে, যত্ন থাকিলে সে ততটুকু তাঁহাকে ধরিতে পারে। আত্মাই তাহার সাক্ষী, পরের মুখে তাহার প্রমাণ নাই। সাধক যখন সংসারসুখে অতৃপ্ত হয়, যখন সে অনন্য মনে তাঁহার জন্য আশাপথ চাহিয়া থাকে—যখন তাঁহার অভাবে সে অস্থির হয়, তখন আত্মাতে তিনি প্রকাশিত হন কি না আত্মাই তার সাক্ষী। কেন আমরা তাঁহাকে চাই? চাই এই জন্য যে আমরা স্বাধীন হইয়াও দুর্ব্বল। আমাদের ভ্রম প্রমাদ মোহ আছে, এই সকল দুর্ব্বলতা হইতে আমরা কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারি? যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন না হই—তাঁহার নিকট, সেই সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট যদি শক্তি ভিক্ষা না করি, দয়া ভিক্ষা না করি, তবে কেমন করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। অতএব তাঁর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আত্মা বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পরমানন্দ ও পরম তৃপ্তির দিকে আত্মার তৃষ্ণা আছে। সে তৃষ্ণা এখানকার পঙ্কিল জলে মিটিবার সম্ভাবনা নাই। তাই আমাদের ঈশ্বরকে লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সাধুরা বলেন তিনি তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্ন। যদি যথার্থই তোমার তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ডাক তাঁহাকে, ডাক্‌বার মত ডাক। প্রহ্লাদ ধ্রুব যেমন করিয়া ডাকিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া ডাক। দীন ভাবেই ডাক। "কাতর আমার প্রাণ সংসারে, ওগো পিতা দেহ তব চরণে স্থান" বলিয়াই ডাক। জ্ঞানের অহঙ্কার করিও না, "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে সন্ধান আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।" তাঁহাকে দেখিবার জন্য যদি চক্ষে জল পড়ে, তবে সেই জলেই তাঁর প্রেমমুখের ছবি দেখা যায়; হাফিজ বলিতেন, যদি আমি নেত্রকে প্রেমাশ্রুতে নদী করি, তবে তাহাই "দর্শন" রূপ মুক্তা পাইবার উপযুক্ত আধার হইবে। হায়! যে মুক্তার কথা ভক্ত হাফিজ বলিয়াছেন, রাজপ্রাসাদেও তাহা দুর্লভ।

ছিন্ন বস্ত্র পরিধান কর তাহাতে ক্ষতি কি? যদি বিবেক-বসনে তোমার আত্মা আবৃত থাকে; পর্ণকুটীরে থাকিলে দুঃখ কি? যদি তথায় সে চাঁদের আলো বিকীর্ণ হয়। শাকান্ন ফল মূল খাইলেও অতৃপ্তি হয় না, যদি সেই অমৃত ভোজন করিতে পাওয়া যায়।

উঠ জাগ; উদ্যত শরাসনে শর যেমন লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার জন্য ছুটে, তেমনি করিয়া সেই প্রিয়নিকেতন—পরব্রহ্মে প্রবেশ কর। তাঁহাতে গিয়া বিরাম কর। মানু-

ষের সহিত কথা কহিয়া কতবারই প্রতারিত হইলে, একবার তাঁহার সঙ্গে কথা কও। সত্যই কি তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায় না? তাঁর কথা শুনা যায় না? পৃথিবীকে ছুড়ে ফেলিয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার আশা-পথ প্রতীক্ষা কর, দেখ সেই তেজোময়—অমৃতময় ঈশ্বর হৃদয়ে অনুভূত হন কি না? তখন কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না, তুমি আপনিই বুঝিতে পারিবে তিনি কেমন অকিঞ্চন গুরু; তুমি আপনার অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠিবে, "কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে, নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে, বিষয় মায়াজালে রহিব না ভুলে আর। ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে।"

হে পরমেশ্বর! এ ঘোরতর সংসারে তোমাকে তেজোময় অমৃতময় বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারিলে জীবন বিফল হইয়া যায়। হে সর্ব্বশক্তিমান্! দুর্ব্বল আমরা তুমি হৃদয়ে বল দাও, যদ্দ্বারা বিপজ্জাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হই। এখানে এমন সঙ্কটও আছে, নিজের বলে যাহা হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারি না। "আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, একমাত্র ভরসা করুণা তোমার।" হে শিবসুন্দর! আমরা তোমাকে দেখিবার জন্য নিমিষে নিমিষে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কি দেখা দিবে না? তুমি কি প্রেমসূর্য্য রূপে হৃদয়ে চির উদিত থাকিবে না? নাথ! আমরা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চাতকের ন্যায় তোমার অমৃতবারি চাহিতেছি; সে বারির অভাবে, তোমার সম্মুখে কি আমাদের মৃত্যু হইবে? এমন কখনই হইতে পারে না। নাথ! এ হৃদয় তোমারি, তুমি ইহাকে সম্যকরূপে অধিকার কর। ইহাতে যেন আর কাহারও বসিবার স্থান না হয়। আমাদের এ পিপাসু চক্ষু তোমাকেই দেখিতে ভালবাসে; এ প্রাণ তোমার সহবাসের জন্যই প্রার্থী। হে অনাথনাথ! আমাদের এ কাতর-প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর। "প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে। করি যোড়কর হে ভুবনেশ্বর দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে। তোমার অপার আকাশের তলে, বিজনে বিরলে হে, নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়।

আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য যে কোন্‌খানে, তাহা বিগত প্রবন্ধে ইঙ্গিতে আভাসে দেখানো হইয়াছে। যাহা দেখানো হইয়াছে, তাহা আরো স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইতে পারে এইরূপে ঃ—

যাহা দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম দৃশ্য; যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম জ্ঞেয়। যখন আমার সম্মুখবর্ত্তী ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছ'টা আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে, তখন "আমি ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ স্থলে শাখা-হেলানিয়া তালগাছটা দৃশ্য, এবং "আমি ঐ তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি জ্ঞেয়। ওটাই বা কেন দৃশ্য, আর, এটাই বা কেন জ্ঞেয়? ওটা (তালগাছটা) আমার চক্ষে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া দৃশ্য; এটা (অর্থাৎ "আমি ঐ তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি) আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া জ্ঞেয়। ওটার ব্যালায়

যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, তালগাছের বা তাহার কোনো খণ্ডাংশের শুদ্ধ কেবল মধ্যপ্রদেশটিই আছে, তা বই তাহার আগা নাই অথবা গোড়া নাই; এটার ব্যালায়'ও তেমনি এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল "দেখিতেছি"-মাত্রটিই আছে, তা বই—যে দেখিতেছে সে নাই, আমি নাই; কিংবা যাহা দেখিব তাহা নাই—দৃষ্টি-ক্ষেত্রে কোনো দৃশ্য বিদ্যমান নাই। "তালগাছ" বলিলেই বুঝায় যে, তাহার আগা আছে—গোড়া আছে—মধ্যপ্রদেশ আছে; "দেখিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, মূলস্থানে আমি আছি—লক্ষ্য স্থানে দৃশ্য প্রকাশিত আছে—মাঝখানে দর্শনক্রিয়া চলিতেছে। মোট দৃশ্যের সঙ্গে একযোগে যেমন তাহার আগা গোড়া এবং মধ্যপ্রদেশ, তিনই দৃশ্য; মোট জ্ঞেয়ের সঙ্গে একযোগে তেমনি জ্ঞানের কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, তিনই জ্ঞেয়। ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছটার সঙ্গে সঙ্গে উহার শাখাও আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে; তথৈব, "আমি তাল-গাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটির সঙ্গে সঙ্গে "আমি"ও আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছি। তবেই হইতেছে যে, শাখা-হেলানিয়া তালগাছটার সঙ্গে সঙ্গে শাখাও দৃশ্য; তথৈব, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট জ্ঞেয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও জ্ঞেয়। "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই কথাটির গোড়াতেই "আমি" রহিয়াছে;—সেই গোড়া'র কথাটি জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে মোট কথাটা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না;—"আমি" এই ক্ষুদ্র কথাটি জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে "আমি তালগাছ দেখি-তেছি" এতগুলা কথা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না। "আমি" জ্ঞেয় না হইলে "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি জ্ঞেয় হইতে পারে না। অতএব "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি যখন আমার জ্ঞানে প্রাকাশ পাইতেছে, তখন কাজেই সেই সঙ্গে আমিও আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছি—সুতরাং আমিও জ্ঞেয়। তবেই হইতেছে যে, মোট জ্ঞেয় বৃত্তান্তটির সহিত জড়িতরূপে—দৃশ্যমান বৃক্ষের দ্রষ্টারূপে—যে-আমি আপনার নি-কটে প্রকাশ পাইতেছি, সে-আমি জ্ঞেয়-আমি। পক্ষান্তরে, ঐ জ্ঞেয়-আমির পশ্চাতে যে-আমি সাক্ষিরূপে (নিছক সাক্ষিরূপে) দণ্ডায়মান আছি, সেই-আমিই জ্ঞাতা আমি। আমার মন বলিতেছে যে, জ্ঞাতা-আমি এবং জ্ঞেয়-আমি, এ দুই আমি একই আমি। বুদ্ধি কিন্তু মনের ঐ সোজা কথাটিতে সায় দিতে ইতস্তত করিতেছে। বুদ্ধি ঘাড় নাড়িতেছে আর বলিতেছে—"তাহা হইবে কিরূপে? দুই আমি এক আমি হইব কিরূপে? বিশেষত যখন দুই আমি দুই রকমের;—এক আমি জ্ঞাতা, আর-এক আমি জ্ঞেয়। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে এই যে, মতের অনৈক্য, ইহাই আত্মজ্ঞানের পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কণ্টকের উন্মোচন হইতে পারে কি উপায়ে, সেইটিই চিন্তার বিষয়।

তবে কি জ্ঞাতা-আমি এবং জ্ঞেয়-আমির একত্ব আমার মনে প্রকাশ পাই-তেছে বই আর কিছুই নহে?—বাস্তবিক সত্য নহে? এইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের জাগ্রত জ্ঞানের সাক্ষাতে কার্য্যত যাহা প্রতিনিয়ত ঘটে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা যা'ক্‌ঃ—

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময় আমার জ্ঞান যদি ব্যক্ত না হইত, তবে তো

কোন কথাই থাকিত না; তাহা হইলে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় এরূপ একটা কথা আমার মনেও স্থান পাইতে পারিত না—মুখেও বাহির হইতে পারিত না। কিন্তু জ্ঞান এক-বার ব্যক্ত হউক দেখি—সেই দণ্ডে সেই জ্ঞানের জ্ঞাতৃস্থানে জ্ঞাতা আমি সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান করিব এবং তাহার জ্ঞেয় স্থানে এক দিকে যেমন ঘটপটাদি নানা বিষয় একটির পর আর-একটি যাওয়া-আসা করিতে থাকিবে, আর একদিকে তেমনি সেই সকল জ্ঞেয়-বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্ঞেয়-আমি ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিব। দেখিব তখন যে, যখন যে ভাবের বিষয় সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে, তখন, এই যে জ্ঞেয়-আমি—এ-আমি তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া আপনিও সেই-ভাবের ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছি; এইরূপে ঘড়ি-ঘড়ি বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছি। একই রাজা রাজসভায় দেশের মস্তকস্থানীয় মহা-মহা শূর-বীর এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণের মাঝখানে এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজে বসিয়া তাঁহাদের মাঝখানে দ্বিতীয় আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; রঙ্গশালায় বয়স্য-গণের মাঝখানে তৃতীয় আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; অন্তঃপুরে পুত্র-কলত্রাদির মাঝখানে চতুর্থ আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন। যে-রাজা'র এইরূপ ঘড়ি-ঘড়ি মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই রাজাই রাজার জ্ঞেয় আমি। তদ্ব্যতীত রাজার মধ্যে আর-এক রাজা আছেন—যিনি রাজার জ্ঞাতা-আমি। এ-রাজা (জ্ঞাতা-আমি) দেব-প্রতিমা'র ন্যায় স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্নিমেষ চক্ষে ও-রাজার (জ্ঞেয়-আমি'র) বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছেন। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় আমি-দুজনা'র মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, জ্ঞেয় আমি পরিবর্ত্তনশীল—জ্ঞাতা আমি অপরি-বর্ত্তনীয়। এই যে দুই ভাবের দুই আমি জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয় আমি—এ দুই আমি আপামর সাধারণ সকলেরই নিকটে এক আমি বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা জানি; কিন্তু প্রকাশ যে পায়—তাহা কি প্রকাশ পায় মাত্র, না তাহা বাস্তবিক সত্য—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। তাহা শুদ্ধ-কেবল প্রকাশ-পাইতেছে-মাত্র হইলে তাহাতে আত্ম-জ্ঞানের পক্ষে বিশেষ কোন ফল দর্শিতে পারে না। যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বাস্তবিক-সত্য-রূপে— ধ্রুব-সত্য-রূপে — প্রকাশ পাওয়া চাই, তবেই আত্মজ্ঞানের কাঠিন্যের অনেকটা লাঘব হইতে পারে।

মন তো অষ্টপ্রহরই বলিতেছে যে, "দুই আমি একই আমি—জ্ঞাতা-আমিই জ্ঞেয়-আমি এবং জ্ঞেয়-আমিই জ্ঞাতা-আমি"; তবে কেন বুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে ইতস্তত করিতেছে? অবশ্যই তাহার কোনো-না-কোনো কারণ আছে। সে কারণ এই যে, ব্যাঘ্র যদি মেষরূপে প্রকাশ পায়, তবে সেরূপ প্রকাশ'কে সত্যের প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। ব্যাঘ্র যখন ব্যাঘ্ররূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহা-রই নাম সত্যের প্রকাশ। জ্ঞানের জ্ঞাতৃ-স্থানে আমি অধিষ্ঠান করিতেছি কিরূপে? অপরিবর্ত্তনীয় সাক্ষিরূপে। প্রকাশ পাইবার সময় প্রকাশ পাইতেছি কিরূপে?—পরি-বর্ত্তনশীল নানারূপে। তবেই হইতেছে যে আমি গোড়ায় একরূপ—কাজে প্রকাশ পাইতেছি আর একরূপ। এরূপ উল্টা-প্রকাশ'কে সত্যের প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞাতৃস্থানে আমি যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয়, জ্ঞেয়স্থানেও যদি সেই প্রকার একই অপরিবর্ত্তনীয় রূপে প্রকাশ পাইতাম তবেই আমি তাহাকে সত্যের

প্রকাশ বলিয়া বুদ্ধিতে সমাদরপূর্ব্বক স্থান-দান করিতে পারিতাম। এই বিষম গোলকধাঁদার মধ্য হইতে বাহির হইবার একটি কেবল পথ আছে; সে পথ এই ঃ—

জ্ঞাতা আমি'র জন্য কোন চিন্তা নাই, জ্ঞাতা আমি আপন পদে স্থির আছে; কেবল জ্ঞেয়-আমি কখনো বা সুখী, কখনো বা দুঃখী; কখনো বা জ্ঞানী, কখনো বা অজ্ঞান; কখনো বা ঘটদ্রষ্টা, কখনো বা পটদ্রষ্টা, এইরূপে—ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন রূপে—প্রকাশ পায়। এরূপ যে হয়—কেন হয়? তাহার কারণ কি? কারণ যে কি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যখন ধন জন-যৌবন দেখা দ্যায়—তখন জ্ঞেয় আমি তা'-সবা'র মাঝখানে সুখি-বেশে সহাস্য বদনে বিচরণ করে। জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যখন স্ত্রী-পুত্র পরিবারের দীন-হীন-মলিন বেশ এবং বন্ধুবর্গের অপ্রসন্ন বদন দেখা দ্যায়, তখন জ্ঞেয়-আমি তা সবা'র মাঝখানে মুমূর্ষু ভাবে কালাতিপাত করে। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞেয়-বিষয়ের পরিবর্ত্তনেই জ্ঞেয় আমি পরিবর্ত্তিত হয়—বা পরিবর্ত্তিত-হইতেছি-রূপে প্রকাশ পায়।

জ্ঞেয় বিষয় নানা; আর জ্ঞেয় বিষয় নানা বলিয়া এটার পরিবর্ত্তে ওটা, ওটার পরিবর্ত্তে সেটা, এইরূপে এটা-ওটা-সেটা'র মধ্যে পরিবর্ত্তন দাপিয়া বেড়াইতে-জো' পায়। পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকিবার এক কেবল উপায় যাহা বুদ্ধিতে পাওয়া যায়, তাহা এই ঃ—

আমাদের জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যদি অশেষবিধ বিচিত্র বস্তুসকলকে ক্রোড়ে করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমুলাধার এক অদ্বিতীয় সত্য প্রকাশিত হ'ন—যে-সত্য জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ দুই-ই একাধারে—অর্থাৎ যে সত্য সত্যের একটা ভাব মাত্র নহেন, পরন্তু বাস্তবিকই সত্য; তবে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞেয় লক্ষ্যের সঙ্গে গোড় দিয়া আমার জ্ঞেয়-আমিও একই অপরিবর্ত্তনীয় আমি-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে; অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতৃস্থানে আমি যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয় আমি-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছি, জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে তেমনি একই অপরিবর্ত্তনীয়-রূপে প্রকাশ পাইতে পারি; তাহা হইলেই জ্ঞাতৃস্থানে আমি আছি যেরূপ, জ্ঞেয়স্থানে আমি প্রকাশ-পাই'ও সেইরূপ; ইহারই নাম বাস্তবিক-সত্য-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাওয়া। আত্মা যখন এই প্রকার ধ্রুবসত্য-রূপে প্রকাশ পা'ন তখন সেইরূপ প্রকাশই প্রকৃত পক্ষে আত্মজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

এ যাহা বলিলাম—ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, আত্মজ্ঞান এবং সত্যজ্ঞান এপিট-ওপিট। এইরূপ প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয়—কি-প্রকারেই বা সম্ভাবনীয়, তথৈব, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় ধ্রুব সত্যই বা কি-রূপে জ্ঞানগম্য হইতে পারেন—এই সকল গভীর এবং গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে অতীব সাবধানে—প্রশান্ত, প্রণত এবং সংযত ভাবে—তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

অতএব আজিকের মত এইখানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়।

যেমনটি তাই।

(এপিক্‌টেটসের উপদেশ)

১। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন পদার্থ চিত্তকে আকর্ষণ করে, কোন বিশেষ সুবিধা

প্রদান করে, অথবা, যে পদার্থকে তুমি ভাল বাসো,—তাহার সম্বন্ধে যখন কোন কথা বলিবে, তখন ঠিক্ সে যেমনটি তাহাই বলিবে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। তুমি যদি একটি মৃণ্ময় ঘটকে ভাল বাসো, তাহা হইলে মনে করিবে "আমি একটি মৃণ্ময় ঘটকেই ভাল বাসি"; কেননা, এইরূপ ভাবিলে উহা যদি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার কষ্ট হইবে না।

২। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, ভাবিয়া দেখিবে, কি তুমি করিতে যাইতেছ। যদি কোন তীর্থে স্নান করিতে যাও, তাহা হইলে, যাহা কিছু সেখানে ঘটিয়া থাকে সমস্তই আপনার মানস-পটে অঙ্কিত করিবে; সেখানকার জনতা ঠ্যালা-ঠেলি, মারামারি, চুরিচামারি ইত্যাদি সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই কল্পনা করিয়া দেখিবে। তাহা হইলে আরও নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে সে কাজে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে; তখন তুমি স্পষ্ট বলিতে পারিবে "আমি তীর্থে স্নান করিতে চাই, এবং প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া আমার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব"। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। কেন না, যদি তোমার তীর্থস্নানের সময় কোনও বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখনি তুমি এই কথাটি মনে করিবে তীর্থ-স্নানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; পরন্তু প্রকৃতির অনু-বর্ত্তী হইয়া আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু সেখানকার ঘটনাদি দেখিয়া যদি আমি ক্রুদ্ধ হই, তাহা হইলে আমার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিব না"।

২। ইতর ব্যক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে প্রথম প্রভেদটি এই, ইতর ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকে "হায় হায়! আমার সন্তানের, আমার ভ্রাতার, আমার পিতার, সর্ব্বনাশ হইল"! তত্ত্বজ্ঞানীকে যদি কখনও বাধ্য হইয়া বলিতে হয়—"হায় হায়!"—তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া কথাটা এইরূপে শেষ করেন—"আমার আত্মার সর্ব্বনাশ হইল।" ইচ্ছাশক্তিমান আত্মাকে আর কেহই বাধা দিতে পারে না, কিম্বা তাহার অনিষ্ট আর কেহই করিতে পারে না—আত্মাই আত্মার বাধা ও শত্রু। অতএব, কষ্টের সময় যদি আপনাকেই আমি দোষী করি, আর এই কথাটি মনে রাখি যে, আমাদের মনের সংস্কারই আমাদের কষ্ট ও উদ্বেগের এক-মাত্র কারণ, তাহা হইলে জানিবে আমরা কতকটা সাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু এখন যেরূপ দেখিতে পাই, আমরা আরম্ভ হইতেই, ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছি। শৈশবাবস্থায় অন্যমনস্ক হইয়া হাঁ-করিয়া চলিতে চলিতে কোন প্রস্তরে ঠেকিয়া যদি আমাদের কখন পদস্খলন হইত অমনি ধাত্রী তজ্জন্য আমাদের তিরস্কার না করিয়া, সেই প্রস্তরখণ্ডকেই প্রহার করিত। কিন্তু সেই প্রস্তরখণ্ডের দোষ কি? তোমার শিশুটির নির্ব্বুদ্ধিতার দরুন, তাহার কি পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল? আরো দেখ, স্নান করিয়া আসিয়া, যদি আমরা কিছু খাইতে না পাই, আমাদের শিক্ষক আমাদের বাসনাকে কখনই দমন করিতে বলেন না, পরন্তু তিনি পাচককেই প্রহার করেন। বাপু, তোমাকে তো আমরা পাচকের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করি নাই, আমাদের শিশুটীর শিক্ষক করিয়াই তোমা-কে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—শিশুর যাহাতে সুশিক্ষা, সদভ্যাস ও উন্নতি সাধিত হয় তাহাই তোমার দেখিবার কথা। এই প্রকার, আমরা পূর্ণবয়স্ক হইয়াও শিশুবৎ আচরণ করিয়া থাকি। কেননা, সঙ্গীতে

শিশু কে?—যে সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ। লেখাপড়ায় শিশু কে?—যাহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই। জীবনে শিশু কে?—তত্ত্বজ্ঞানে যে অশিক্ষিত।

৪। বস্তু সমূহ মনুষ্যকে কষ্ট দেয় না, পরন্তু তৎসম্বন্ধে মানুষের যে সংস্কার তাহাই তাহাকে কষ্ট দেয়। দেখ, মৃত্যু আসলে কিছুই ভীষণ নহে; ভীষণ হইলে সক্রেটিসের নিকটেও ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কিন্তু মৃত্যুসম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার, তাহাই ভীষণ—আমাদের সেই সংস্কারের মধ্যেই যাহা কিছু তাহার ভীষণত্ব। অতএব, যখন আমরা কোন বাধা প্রাপ্ত হই, কোন কষ্টে পতিত হই, কিম্বা শোক-দুঃখে অভিভূত হই, তখন সেই সময়ে আপনাকে ছাড়া—অর্থাৎ আপনার সংস্কার ছাড়া, যেন আর কাহারও দোষ না দেই। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অশিক্ষিত, তাহার কোন কষ্ট হইলে, সে অন্যকে দোষী করে, যে ব্যক্তি শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, সে আপনাকেই দোষী করে, যে ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াছে, সে অন্যকে দোষী করে না, আপনাকেও দোষী করে না।

৫। যে উৎকৃষ্টতা তোমার নিজস্ব নহে, তাহাতে উৎফুল্লচিত্ত হইও না। যদি তোমার অশ্ব উৎফুল্ল-চিত্ত হইয়া বলে "আমি সুন্দর" সে কথা বরং শ্রুতি-যোগ্য কিন্তু তুমি যদি উৎফুল্ল-চিত্তে বল "আমার একটি সুন্দর ঘোড়া আছে"—তখন জানিবে তুমি যে উৎকৃষ্টতার জন্য উৎফুল্ল হইয়াছ, সে উৎকৃষ্টতা তোমার অশ্বের—তোমার নহে। তবে তোমার নিজস্ব বস্তুটি কি? এইটি—বাহ্যবস্তু সমূহের যথা-যোগ্য প্রয়োগ করা। অতএব যখনই তুমি প্রকৃতির নিয়মানুসারে, বাহ্যবস্তুর প্রয়োগ করিতে পারিবে, তখনি তুমি উৎফুল্ল হইও, কেন না যে উৎকৃষ্টতা তোমার নিজস্ব ধন তাহার জন্যই তুমি উৎফুল্ল হইতে পার।

পঞ্জাব-যাত্রা।

৩১ শ্রাবণ ১৮২৫ শক। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের ভেরা নামক নগরে ব্রাহ্মানুষ্ঠানে আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইয়া যাত্রা করিলাম। সঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রুচিরাম সহানী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "আমার কন্যার বিবাহ ২৭শে আগষ্ট সম্পন্ন হইবেক, কিন্তু ১৮৭২ সালের ৩ আইনের প্রতি আমার বিবেকসঙ্গত সন্দেহ থাকায় আমি সাধারণ সমাজের বা নববিধান সমাজের আচার্য্যকে এ বিবাহে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারি না, অতএব যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি আসিয়া আমার কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য না করেন, তবে ব্রাহ্মমতে এ বিবাহ অসম্ভব হইবে"। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব প্রসন্ন চিত্তে পঞ্জাব যাইতে অনুমতি দিলেন। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পৌত্র। তিনি পঞ্জিকা দেখিয়া যাত্রার শুভ-দিন-ক্ষণ স্থির করিলেন, সে দিন কিছু বিলম্বে, কিন্তু আমাদের শীঘ্রই যাওয়া উচিত। মহর্ষিদেব বলিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার করিতে—ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যাত্রা করিতেছ, ইহার জন্য আবার দিন কি দেখিবে? ঈশ্বরের কার্য্যে সব মুহূর্ত্তই শুভ মুহূর্ত্ত"। এই আদেশে দুর্ব্বল অন্তঃকরণে বলের সঞ্চার হইল, সন্দিগ্ধ মনে নিঃসংশয়তা আসিয়া উপস্থিত হইল। এক দিন তৈলঙ্গ স্বামীও আমাকে গীতা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।'

সুতরাং নিঃসংশয়াস্তঃকরণে সেই অশুভদিনে নিষ্ফলা রবিবারের সন্ধ্যাকালে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়া ও তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া হাবড়ায় বম্বেমেলে আসিয়া বসিলাম। একখানা গাড়িতে আমরা কেবল দুইটি লোকই ছিলাম, কিন্তু শেষে বর্দ্ধমানের দুইটি ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় বসিলেন। আমার গৈরিকবস্ত্র দেখিয়া অনেক সময়ে লোকের মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সুতরাং বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ইহাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমাকে ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপের উপাসনার বৈধতা, নিরাকার বলিতে ঈশ্বরের স্বরূপের কিছু বুঝায় না, কিন্তু তিনি যে সাকার নহেন তাহাই বুঝাইবার জন্য আমরা নিরাকার বলিয়া থাকি, ইত্যাদি বহু প্রকার ধর্ম্মালোচনা তাঁহাদের সহিত করিতে হইল। অবশেষে তাঁহারা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন যে, "একদিন বর্দ্ধমানের বিনোদচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলাম যে, বিনোদ, তোমাকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে টানিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মে লইয়া আসিব। কিন্তু মহাশয় যাহা বলিলেন ইহা তো উত্তম কথা, ইহাই তো ধর্ম্ম, আমরাও তো ইহাই মানি। বিনোদরা বুঝাইতে পারেন না। মহাশয়, প্রণাম।"

পরদিন বেলা ৯টার সময় মোগলসরাইতে স্নান, উপাসনা ও ভোজন করিয়া পঞ্জাবমেলে আরোহণ করিলাম। কাশি নিবাসী একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে বসিলেন। দেখিলাম, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু অনুরাগী। আমাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য জানিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, "আপনারা বিধবা বিবাহ দেন না কেন?" বলিলাম যে, আমরা হিন্দু, হিন্দুসমাজে এখনো বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় নাই; অতএব হঠাৎ প্রশান্ত জলরাশিতে ইষ্টক নিক্ষেপের ন্যায় সমাজের হৃদয়ে আঘাত করিয়া একটা বিপ্লব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি পরাশরের "মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বচন ও বিদ্যাসাগরের চেষ্টা উদ্যমের পরিচয় দিয়া ইহার কর্ত্তব্যতার প্রমাণ করিলেন। আমি বলিলাম দেখুন—যে স্ত্রী অসহ্য রিপুর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তাহার বিবাহ দেওয়া ভাল বটে, কিন্তু এই পাপময় দুঃখময় সংসারে কে কবে বিধবার বিবাহ দিয়া সমাজে শান্তি ও হৃদয়ে নিবৃত্তি আনয়ন করিতে পারিয়াছেন? খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজ ইহার পরিচয় দিতে পারেন না। "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতি" কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার কখন নিবারণ হয় না, বরঞ্চ এক উপভোগের পর দ্বিতীয় উপভোগের ইচ্ছা প্রবল হয়। অতএব এরূপ ভাবে বিধবাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না গিয়া, প্রাচীন নিয়ম ও আদর্শানুসারে, যাহার একবার পতিবিয়োগ হইয়াছে তাহাকে উপবাস, ধর্ম্মব্রত পালন, সেবা, শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিয়া সংসারে পবিত্র থাকিবার এবং পরকালে সদ্গতি লাভ করিবার পথ তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়াই আমার মতে শ্রেয়। হিন্দুসমাজের যে সকল সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মসমাজের যে সকল প্রচারক আছেন, তাঁহাদের উভয়েরই এই একই কর্ত্তব্য। এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক ধর্ম্মালোচনার পর, তিনি কাশিতে একটি আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা-সমাজ স্থাপনের জন্য ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ডাক গাড়ির অতিবেগে ক্রমশঃ পশ্চিম প্রদেশের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলাম

এবং রাত্রিশেষে স্বনাম প্রসিদ্ধ দিল্লি নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং এক পান্থ-নিবাসে গিয়া আশ্রয় লইলাম। বেলা দেড় প্রহরের সময়ে নামাবশেষ সেই পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। ইন্দ্রপ্রস্থের আর কিছুই নাই, কিন্তু ডেরাদ্রোনের চতুঃসীমা ব্যাপী শিবালিক পর্ব্বতের ন্যায় পর্ব্বতাকার যে এক অতি দূর ব্যাপী গোলাকার প্রাকার পরিলক্ষিত হইল তাহাই সেই ইন্দ্রপ্রস্থের কুরুপাণ্ডব গণের রাজ-প্রসাদের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আমার মনে পর্ব্বত ভ্রম জন্মাইয়া দিল। লোকে এখন ইহাকে পৃথ্বী রাজের কেল্লা বলে। পাণ্ডব বংশীয় শেষ রাজা এবং আর্য্য স্বাধীনতার শেষ নিঃশ্বাস পৃথ্বীরাজের কন্যা বেলারাণী যে স্তম্ভোপরি আরোহণ করিয়া প্রত্যেক প্রভাতে পূজান্তে যমুনা দর্শন করিতেন, সেই স্তম্ভ সমীপে উপস্থিত হইলাম। ইহা এখন কুতব মীনার নামে প্রসিদ্ধ। মীনারের পার্শ্বেই পৃথ্বীরাজের দেব মন্দির হিন্দু ভাস্কর্য্যের ও হিন্দু স্বাধীনতার প্রাচীন স্মৃতি মাত্র প্রকটিত করিয়া ম্লান ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি সেই ভগ্নমন্দিরের ঊর্দ্ধ্ব ও নিম্ন তলে বিচরণ, উপবেশন ও অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। দেখিলাম এপ্রদেশের বহু স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা মীনারের ঊর্দ্ধ্ব, মধ্য, নিম্ন, মঞ্চে আরোহণ করিয়া আমোদ, হাস্য, কোলাহল করিতেছে। আমি সেই কোরাগ গাত্রাবৃত কুতব বাদসাহের জয়ডঙ্কা রূপ হিন্দুরাজ-কন্যার সাধের স্তম্ভতলে কিছুক্ষণ বিচরণ মাত্র করিয়া এবং নিকটস্থ যোগ মায়ার প্রাচীন মন্দির দর্শনান্তর দূর দুরস্থ বাদসাহকীর্ত্তি মসজেদ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে ও

যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী
এবং
রঘু পতেঃ ক্বঃ গতোত্তর কোশলা,

এই শ্লোকের অর্থ ভাবিতে ভাবিতে সেই পান্থ নিবাসে ফিরিয়া আসিলাম।

এখন আমার চিন্তা গুরু নানকের ধর্ম্মক্ষেত্র অমৃতসরের গুরু-মন্দির কখন দেখি। রাত্রিশেষে বিদ্যুতাগ্নি সমালোকিত অতি প্রসস্ত সুদীর্ঘ সুন্দর দিল্লির রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া পঞ্জাব মেলে আরোহণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে পানিপাথ, কর্ণাল এবং থানেশ্বর নামধারী সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জনপদ সকল অতিক্রম করিয়া ইংরাজ সৈন্যনিবাস অম্বালা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মধ্যে মার্কণ্ড নদী নয়ন তৃপ্তি করিল। অম্বলাতে রেল পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন রেল গাড়িতে আরোহণ করিলাম এবং চলিতে লাগিলাম। উদিত সূর্য্যের প্রথম তেজ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত ক্ষেত্র গ্রাম সমূহকে স্নিগ্ধ আলোকে মণ্ডিত করিয়া এরূপ শুভ্র করিয়াছে যে তাহাতে আমার নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, পাঞ্জাবের বাহ্য প্রকৃতি যেমন সুন্দর ইহার অন্তঃপ্রকৃতিও তাদৃশ সুন্দর। মনুষ্যগণের শরীর সুদীর্ঘ, মুখশ্রী সুন্দর এবং হৃদয় স্বাভাবিক সরলতা এবং বীর রসে পূর্ণ। এক এক করিয়া পাটিয়ালা রাজ্য, কপুরথালা এবং গুরু নানকের পাদপূত কর্ত্তারপুর অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। এই কর্ত্তারপুরে পঞ্চমগুরু অর্জ্জুন শিখ শাস্ত্র গ্রন্থসাহেব সংগ্রহ করিয়া প্রথম লিপি বদ্ধ করেন। তাঁহার হস্ত লিখিত সেই আদি গ্রন্থ ও তাঁহার তরবাল এখনো তথাকার গুরুদ্বারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা শিখদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান। এই পথেই শতদ্রু এবং ব্যাস নদী অতিক্রম

করিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছি! অপরাহ্ণ দুই ঘণ্টার পরে ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত শরীরে বাঞ্ছিত অমৃতসরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ অমৃতসরের কিছুই জানি না বা কাহাকেও চিনি না। কোথায় গিয়া নিরাপদ স্থান প্রাপ্ত হইব, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে জনপূর্ণ ষ্টেশনের বহির্দ্দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। তখন এক যুবক শিখ আসিয়া বলিল, আপনারা কি গুরুদ্বারা যাইবেন? বলিলাম, হাঁ, আমরা গুরুদ্বারা দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। সে বলিল, আমি গুরুদ্বারের হালুইকর; আমার সঙ্গে চলুন, উপরে থাকিবার ঘর দিব এবং আহারের সকল প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিব, কোন ক্লেশ হইবে না অথচ গুরুদ্বারের পার্শ্বেই থাকিয়া গুরুদ্বার দেখিতে পাইবেন। তাহার কথায় তাহার সঙ্গেই এক গাড়ি করিয়া চলিলাম এবং মন্দিরের দ্বারদেশে এক দ্বিতল গৃহে আশ্রয় পাইলাম। এই গৃহ-দ্বার মন্দিরের সীমা ভূমিতে সংস্পৃষ্ট, অতএব সে দ্বারদিয়া পাদুকা সহ যাইতে নিষিদ্ধ হইলাম। জুতা দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, এক ভৃত্য অন্যপথে জুতা লইয়া গিয়া আমাদিগকে দিয়া আসিল। কূপের শীতল জলে তৃপ্তি পূর্ব্বক স্নান ও হালুয়া পুরি আচার ও কদুর তরকারী ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। অপরাহ্ণ ৪ টার সময়েও মন্দির-প্রাকার ও মন্দির, প্রাঙ্গন এত উত্তপ্ত যে তাহাতে আমাদের নগ্নপদ দগ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রমে ৫টা বাজিল। শুনিলাম, এখন প্রস্তর সকল জল সেচন দ্বারা শীতল করা হইতেছে। আমরা তখন মন্দির দেখিতে নগ্ন পদে বহির্গত হইলাম। হালুই করের নিতান্ত অনুরোধে গুরুদ্বারে ভোগ চড়াইবার জন্য মোহনভোগ সহ শিরোমণি অগ্রেই প্রস্থান করিলেন এবং নিজে গুরুর প্রসাদরূপে এক গাছা ফুলের মালা ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভোগ প্রাপ্ত হইলেন। আমি পশ্চাতে পশ্চাতেই গেলাম। তোরণ দ্বারে দুই বৃহৎ ঝণ্ডা (নিশান) দণ্ডায়মান। তাঁহা সুবৃহৎ অতি স্থুল কাছি দ্বারা চারিদিকে আবদ্ধ। তোরণ অতিক্রম করিয়া সেই বৃহৎ সরোবর ও তন্মধ্যস্থ সুবর্ণ মণ্ডিত মন্দির পরিদৃষ্ট হইল। এ কি অনুরাগ, এ কি জনতা! এখনই সহস্র লোক সেই মন্দির, মন্দির-প্রঙ্গন, সরোবরের চারিদিক অধিকার করিয়া আনন্দ করিতেছে। অনুরাগ পূর্ণ হৃদয়ে কোথাও গ্রন্থ সাহেব, কোথাও বা ভজন, শ্রবন, ও মনন করিতেছে। সকলেই শিষ্ট, সকলেই শান্ত এবং ধর্ম্মভাবে অবনত। আমি সেই শ্বেত প্রস্তরের সেতু পার হইয়া মন্দিরের উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে উপবেসন করিলাম। দেখিলাম মন্দিরের অভ্যন্তরে গ্রন্থ সাহেব সম্মুখে করিয়া উষ্ণিষ ও ভদ্রবেশ পরিহিত তিন জন পুরোহিত ভক্ত গণকে প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদী পুষ্প প্রদান ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন। পার্শ্বে মুসলমান গায়কেরা তান লয় মান সহকারে রবাব যন্ত্র যোগে ভজন গাহিতেছেন। সে সঙ্গীত অতি মনোজ্ঞ। আমি স্তব্ধ হইয়া শুনিলাম,—

> "দরমাদেঁ ঠাঁড়ে দরবার
> তুধ্‌বিন সুরত করে কোন মেরী
> দর্শন দিজে খোল কেয়াড়।
> তুম ধন তুম ধনী উদার ত্যাগী
> শ্রবণ শুনিয়ে যশ তুম্‌হার।"
> মাঁগু কাঁহে রঙ্ক সব দিখে,
> তুম্‌হিতে মেরো নিস্তার।

অর্থাৎ—আমি ব্যাকুল ভাবে তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তুমি বিনা আর কে

আমার সংবাদ লইবে? তুমি ধন, তুমি ধনী, উদার ত্যাগী, আমার শ্রবন তোমার যশ শুনুক। কাহার নিকটে ভিক্ষা করিব, দেখিতেছি সকলেই দরিদ্র, তোমা হইতেই আমার নিস্তার। ভজন শুনিয়া আমরা সরোবরের পূর্ব্বপারে গুরুবাগ (উদ্যান) দেখিতে গেলাম। সেখানেও সেই জনতা, সেই অনুরাগ, সেই আনন্দ। কোথাও কথকথা কোথাও ভজন। সকল স্থানেই লোকের জনতা। স্থানে স্থানে আগন্তুক দিগের পানের জন্য জল বিতরণের ব্যবস্থা। ৭।৮টা পিতলের বাটী পূর্ণ জল সাজান আছে। যেমন লোক আসিতেছে, অমনি সেই বাটীর জল পান করিয়া বাটী রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ সেই বাটী মার্জ্জিত ও ধৌত হইয়া জল দাতার হাত হইতে জলপূর্ণ হইয়া যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। আমরা গুরুবাগ এবং সরোবরের চারিধারে বিচরণ করিয়া সমস্ত দেখিলাম। সন্ধ্যার সময়ে জনতা আরো বর্দ্ধিত হইল এবং মন্দির চতুস্পার্শ্বস্থ গৃহ-প্রাঙ্গনাদি রবাবস্বরে ও ভজনস্বরে অধিকতর জাগিয়া উঠিল। রাত্রি ৮টার সময়ে গ্রন্থ সাহেবের আরতি হয়, আরতির আরম্ভ ও অবসানে ডঙ্কা, ঘণ্টা, কাঁসর বাদিত হয়। এই মন্দিরের মধ্যে রাত্র ৩ ঘণ্টার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন ও ১১ টা পর্য্যন্ত একাধিক্রমে এবং পর্য্যায়ক্রমে ১৫ দল গায়কে রবাব যন্ত্রযোগে রাগ রাগিণী সহকারে ভজন গান করে। ইহাদের মধ্যে ৮ দল হিন্দু ও ৭ দল মুসলমান। এ মন্দিরে হিন্দু মুসলমানে ভেদ নাই। আমরা রাত্রিতে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু সুনিদ্রা হইল না, কারণ ভজন-সঙ্গীত ও রবাব-ধ্বনি অনুক্ষণ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে জাগাইতে লাগিল। ভোর ৩ টার সময়ে একজন অতি নিকটেই গাহিয়া উঠিলেন, "কাশি, গঙ্গা, গয়া, মথুরা সকলই আমার এই স্থানে।" ইহা তো গান নহে। ইহা তান লয়, মান এবং রবাব যোগে ভক্তিসহকারে প্রাভাতিক তীর্থাদির নাম গ্রহণ। শুনিতে অতি মধুর লাগিল, কর্ণকুহর পবিত্র হইল। অতঃপর সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইলাম।

যাঁহার নিমন্ত্রণে লাহোরে আসিলাম তিনি এখানে নাই, কন্যার বিবাহোদ্যোগে জন্মস্থান ভেরায় চলিয়া গিয়াছেন। অতএব আশ্রয় লাভ মানসে অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে জনমানবের সাক্ষাৎ পাইলাম না। অনুসন্ধান করিয়া পশ্চাতের কক্ষে একজনকে প্রাপ্ত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, লালা রুচিরামের বাসা কোথায়? বলিলেন, তাঁহার বাসা নিকটেই কিন্তু তিনি এখানে নাই, কন্যার বিবাহ দিতে ভেরায় গিয়াছেন। আমি আত্মপরিচয় দিয়া বলিলাম যে, তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য আহূত হইয়া আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। তখন তিনি ব্যাগ্র হইয়া গাড়ি হইতে আমাদের দ্রব্যসামগ্রী স্বয়ং বহন করিয়া আনিলেন ও ব্রহ্ম-মন্দিরের পশ্চাৎপ্রান্তে প্রচারাশ্রমে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শুনিলাম, পরলোকগত সুন্দর সিংহের স্ত্রী মুনিজী দেবী এখন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে এই আশ্রমান্তঃপুরে বাস করিতেছেন। ভাই প্রকাশদেবজীও এই প্রচারাশ্রমে বাস করেন, কিন্তু তিনি বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য আপাততঃ মসূরী পর্ব্বতে গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র কন্যা এইখানে বর্ত্তমান। ক্রমে আমাদের আগমনবার্ত্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একে একে প্রকাশদেবজীর পুত্র প্রভুদয়াল, এখানকার ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত

বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সম্পাদক লালা রঘুনাথ সহায় বি, এ, আসিয়া আমাদের সংবাদ লইলেন এবং পূর্ব্বে সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহারা যে ষ্টেশনে গিয়া আমাদিগকে লইয়া আসিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সকলে উদ্যোগী হইয়া আমাদের আহার ও বিশ্রামের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমার প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রীর সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে চলিলাম। অগ্নিহোত্রী মহাশয় পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং তেজস্বী বক্তৃতা ও গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আর ব্রাহ্ম নহেন। দেব সমাজ নাম দিয়া নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন এবং শত শত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিকে স্বমতে আনিয়া তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন ও তাহাদিগকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তিনি এই সম্প্রদায়ের গুরু ও চালক। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করেন না ও কাহাকেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন না। তাঁহার সহিত প্রাচীন বন্ধুতা স্মরণ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। প্রাঙ্গনের সম্মুখে কার্য্যালয়ে শিষ্যগণ বসিয়া কর্ম্ম করিতেছেন। আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিলাম এক ক্ষুদ্র পটে লিখিত আছে—

"স্বদেশ অনুরাগ।

ভারত হমরাদেশ হৈঁ হিত উসকা নিশ্চয় চাহেঙ্গে
ঔর উসকে হিতকে কারণ কুছ ন কুছ কর যাএঙ্গে।
ভারত কী দুঃখপ্রদ অবনতিপর কৌন্ অশ্রু বহাএঙ্গে?
উসকে মিটানেকে লিএ হম কুছ ন কুছ কর জাএঙ্গে।
ভারত হমারী মাতৃভূমি উসকা ঋণ হমপর বহুত
উসকে শোধনকে লিয়ে হম কুছ ন কুছ কর জাএঙ্গে।
ধর্ম্ম বিদ্যা ঔর ধনসে উন্নতি ভারতকী হো
ইস উন্নতিকে মার্গমে হম্ কুছ ন কুছ কর জাএঙ্গে।"

বলিলাম, আমি অগ্নিহোত্রীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। প্রধান শিষ্য শ্রীমান্ রতন দেবজী আমার মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে এক খানা চৌকি টানিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমরা ৩টার পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে যাই না। কিন্তু পরিচয় প্রাপ্তে ও আমার অনুরোধে তিনি তখনই যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগকে সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। সেই প্রাচীন বন্ধু সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী প্রেমের সহিত সমালিঙ্গন করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন। বলিলেন যে, "এখন আমি আর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ রচনা করি না। জানিয়াছি যে উহাতে কিছু হয় না। আমি এখন মহা কর্ম্মী, কর্ম্মই আমার জীবনের মূল মন্ত্র। অনেক প্রাণীকে মদ্যপান, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। তাহারা এখন পবিত্র চরিত হইয়া সংসারে বিশুদ্ধ ভাবে কর্ম্ম করিতেছে। আমার শিষ্যবর্গের সাধন তন্ত্রের ইহা প্রথম সোপান। ইহার পরে ক্রমে উন্নততর এবং উন্নততম সোপান আছে। আমি অনেক স্থানে বিদ্যালয় এবং ছাত্রনিবাস স্থাপন করিয়াছি। আমি শিষ্য ব্যতীত অন্যকে উপদেশ দিই না, বৃথা বাক্য ব্যয় করি না। এক জন মেথরও কর্ম্মের জন্য আমার নিকট আসিলে তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করি। স্ত্রীলোকও আমার শিষ্যা আছেন এবং অন্তঃপুরে প্রচার করিয়া বেড়ান। দুইজন মুসলমানকে উপবীত দিয়া শিষ্য করিয়াছি। আমি আর ব্রহ্ম মানি না কারণ তাহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কর্ম্মগুণে জীবাত্মা উন্নত

হয় এবং কর্ম্মের দোষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজে থাকিত আমি যে, সকল উপদেশ দিয়াছিলাম ও গ্রন্থ লিখিছিলাম তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি, কারণ নিজে যাহা মানিনা তাহা অন্যকে পড়িতে দেওয়া অন্যায়। কর্ম্ম বিশুদ্ধ চাই, জীবের উদ্ধার চাই।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং সমস্ত শরীর দিয়া একটা তেজ বহির্গত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, আপনার কর্ম্মের আমি প্রশংসা করি কিন্তু কর্ম্মের যিনি কর্ত্তা, শক্তির যিনি আধার, জ্ঞানের যিনি মূল এবং আত্মার যিনি পরমাত্মা, তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার আত্মপ্রভাব সেইরূপ, যেরূপ চক্রের নাভিকে ছাড়িয়া নেমি। যদি আমার মাথা কাটা যায়, তথাপি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও তাঁহার নিয়ন্তৃত্বে অবিশ্বাস করিতে পারি না। এই সকল কথার পর আমরা গৃহে ফিরিলাম। পরদিন তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক আমাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। বিদায় লইয়া আসিবার সময় বলিলেন যে, মহর্ষিদেবকে আমার প্রণাম দিবেন এবং বলিবেন যে, আমি তাঁহার জীবনের আদর্শ এখনও সম্মুখে রাখিয়াছি এবং তাঁহার সদ্‌গুণের ও শক্তির পরিচয় দিয়া আমার শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়া থাকি।

পরদিন রবিবার ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার ভার আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। আমি সন্ধ্যার সময়ে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। পঞ্চাশ জন মহিলা ও ৫০।৬০ জন পুরুষ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। উপাসনান্তে অনেকেই আনন্দ সহকারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মহর্ষিদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানকার সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সহায় বি, এ, অতি ধীর ও ভদ্র লোক। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার অতি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম। কতকগুলি অনাথ বালক তাঁহার অধীনে থাকিয়া কর্ম্ম ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকে। পিতা মাতার ন্যায় তিনিই তাহাদের অভিভাবক। প্রত্যেক রবিবারে প্রাতঃকালে অনাথ বালকেরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করে এবং সাত দিনের কৃত কর্ম্মাকর্ম্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসাব দেয় এবং তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করে। বৈকালে ব্রাহ্ম বালিকাগণ আসিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মস্তোত্র ও ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা করে। মানব-চরিত্র শোধক আর একটি সভা ইঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়। ইনি এই সভার কার্য্যরূপ বক্তৃতাদির দ্বারা অনেক লোককে মদ্যপানাদি ব্যভিচার দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এখানকার ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে প্রচারক ভাই প্রকাশদেবজী পুত্র কন্যা সহ ও পরলোক গত প্রচারক ভাই সুন্দর সিংহের বিধবা স্ত্রী মুনিজী বাস করেন। মুনিজী সুশীলা ও ব্রহ্মপরায়ণা। তাঁহার কক্ষে যে দিন আমি পারিবারিক উপাসনা করি, সে দিন তিনি যে করুণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা আমার বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এখানে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানের প্রতি লোকের বড় সম্মান ও মহর্ষিদেবের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। আমি লাহোরে পঁহুছিবার দ্বিতীয় দিনে সম্পাদক মহাশয়ের বিজ্ঞাপন অনুসারে তথাকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ

করেন এবং মহর্ষিদেবের চরিত্র-কথা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। লাহোরের প্রান্তদেশ দিয়া ইরাবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদী কল্লোলে সামস্বর মিশিয়া প্রাচীনকালে এখানে যে তরঙ্গ উঠিত এবং এখানকার সৈকত ভূমিতে এখনো যে পূজ্যপাদ ঋষিদিগের পদ-চিহ্ণ ম্লান হইয়া পতিত আছে, তাহা দর্শন ও স্পর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ইরাবতী তীরে গমন করিয়াছিলাম। শিখ-স্বাধীনতার শেষ নিশ্বাস পঞ্জাবের রাজা রঞ্জিত সিংহ অতুল প্রতাপ মুসলমান বাদসাহের হস্ত হইতে যে দুর্গ কাড়িয়া লইয়া তিনি বাস ও রাজ্য-পালন করিতেন তাহা দেখিয়া আসিলাম। যে মহাভার লৌহবর্ম্ম তাঁহার শিখ সৈন্যগণ বুকে পিঠে বাঁধিয়া ও যে সকল মহাস্ত্র ধারণ করিয়া বিপক্ষ বর্গ সহ যুদ্ধ করিত, সেখানকার প্রহরী তাহা আমাদিগকে দেখাইল।

কুমারী শ্রীমতী রামরক্ষী সহানীর বিবাহে পৌরোহিত্য করাই আমার পঞ্জাবে আসার মূল উদ্দেশ্য, অতএব লাহোরে আর বিলম্ব না করিয়া ৮ই ভাদ্র তারিখে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া প্রাতে ভেরা-গ্রামে যাইবার জন্য রেলের গাড়িতে উঠিলাম। এবার ভাই প্রকাশ দেবজীপ্রচারক এবং লালা রঘুনাথ সহায় বি, এ, সম্পাদক আমাদের সঙ্গী—আনন্দমনে আমরা আরো পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময়ে গুজরানওয়ালা ষ্টেশনে গাড়ি থামিল। এই গ্রাম রাজা রঞ্জিত সিংহের জন্মস্থান। তিনি সামান্য গৃহস্থের সন্তান। যে গৃহে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সেই গৃহ এবং যে বৃক্ষে তিনি দড়িতে তক্তা বাঁধিয়া দোল খাইতেন তাহা যত্নের সহিত এখনো রক্ষিত আছে। ক্রমে লালামুসা নামক ষ্টেশনে আসিয়া রেল পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে হইল। ক্রমশঃ চিলিএনওয়ালার সেই ভীষণ নররক্তপ্লাবিত মহাক্ষেত্র ও মালিকওয়াল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ভেরা জনপদের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে ত্রিশ জন ভদ্র সন্তান আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা গাড়ির মধ্যে আসিয়া পুষ্পমাল্য ও প্রেমালিঙ্গন সহ আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন ও আমাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। ইহাঁরা সকলেই যে ব্রাহ্ম অথবা পাশ্চাত্য বিদ্যায় পণ্ডিত তাহা নহেন। কেহ হিন্দু, কেহ শিখ, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ আর্য্য। কেহ উকীল, কেহ শিক্ষক, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ অধ্যায়ী, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ; কিন্তু ইহাঁদের প্রেম কি উদার, সমতা কি নিস্তরঙ্গ, অনভিমান কি সুন্দর! আমি ভাব দেখিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে রামরক্ষির বিবাহ হইবে, ইহাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব যায় না, শাস্ত্র ম্লান হয় না অথচ পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায় না, হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, অতএব এ বিবাহে কাহারও বিদ্বেষ নাই, ঘৃণা নাই। সকলেই আসিয়া প্রেম ও শ্রদ্ধাভরে আমার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। এখানে কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আছেন। তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ উপহার দিলাম। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন। গ্রন্থের অকুলন হেতু যাঁহারা পাইলেন না তাঁহারা কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরদিন অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় বহুসংখ্যক ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে আমাকে ব্যাখ্যান দিতে হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম

দ্বৈতবাদীর ধর্ম্ম এবং জীবাত্মা ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াই মুক্তি লাভ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। ব্যাখ্যা শেষে একটি মুসলমান ডাক্তার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মপ্রতিনিধিও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আগমন ও শ্রবণ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

পর দিন রাত্র ১২টার সময়ে বিবাহ। সন্ধ্যাকালেই দুইজন পুরোহিত তাঁহাদের বিবাহ পদ্ধতির এক বৃহৎ গ্রন্থ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। আমি তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদানের, গ্রন্থিবন্ধনের ও সপ্তপদীর মন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পদ্ধতির মন্ত্রের মিল দেখাইয়া এবং তাঁহাদের গণপত্যাদির পূজা ও অন্যান্য ক্রিয়া পদ্ধতির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলাম। তাঁহারা আহ্লাদিত চিত্তে দর্শনের জন্য বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকিলেন। রাত্র ১০টার সময়ে বহু বরযাত্রী সহ অশ্বারোহনে বর আগমন করিলেন। এদিকে কন্যার গৃহে তোপধ্বনি হইল। কন্যাপক্ষ অগ্রসর হইয়া বরপক্ষকে টাকা দিয়া তুষ্ট করিলেন এবং গৃহের অনতি দূরে পথের উপরে সজ্জিত বিছানায় বরযাত্রীদিগকে উপবেশন করাইলেন। বর অশ্বারোহণে কন্যার গৃহে একাকী গমন করিয়া কন্যার মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রত্যাগমন করতঃ বরযাত্রীগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ৭১থালা মিষ্টান্ন বরযাত্রীদিগকে প্রদত্ত হইলে তাঁহারা তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন, কেবল বরকর্ত্তা ও বরের মাতা অবশিষ্ট রহিলেন। ঠিক লগ্নে আমরা বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। বাটীর প্রাঙ্গনে কদলী বৃক্ষ সমন্বিত বিবাহ বেদিকা, সে বেদী কয়েকটি ঝুড়ির উপরে বস্ত্র ও আসনাদির দ্বারা নির্ম্মিত। বর কন্যা পাশাপাশি তাহাতে বসিলেন, যথা স্থানে কন্যাকর্ত্তা কন্যার জননী, বরকর্ত্তা ও বরের জননী, আমি আচার্য্য রূপে সম্মুখে উপবেশন করিলাম। প্রথমেই যথাবিধি বরের অর্ঘ্য ও বস্ত্রাঙ্গুরী দ্বারা অর্চ্চনা হইয়াছিল। এক্ষণে আমি প্রথমে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যথাবিধি সম্প্রদান, গ্রন্থিবন্ধন, শুভদর্শনাদি করাইয়া বর কন্যাকে উপদেশ দিলাম। পরে কন্যার পিতা কিছু উপদেশ দিলেন এবং ভাই প্রকাশদেব ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেন। এদেশে বঙ্গদেশের ন্যায় স্ত্রী আচার হয়না, বিবাহ ক্ষেত্রেই সাতপাক সম্পন্ন হয়। সকলের অনুরোধ এবং নির্দ্দোষ জাতীয় প্রাচীন প্রথার অনুরোধে এই সময়ে বরকন্যাকে সাতপাক দেওয়াইতে আরম্ভ করিলাম। তাহারা বাম হইতে দক্ষিণদিকে পরিক্রমণ আরম্ভ করিল, অমনি পার্শ্ববর্ত্তী পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন "শাস্ত্রীজী ইয়ে তো নহী হুয়া—ইয়ে উল্টা-হুয়া"। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বরকন্যাকে বিপরীত মুখে ফিরাইয়া দিলাম। অতঃপর সাতখানি নূতন আসন বিছাইয়া যথারূপ পদক্ষেপে সপ্তপদী শেষ করাইলাম। যেমন সপ্তপদী শেষ হইয়াছে অমনি কোথা হইতে কন্যার মাতা দৌড়িয়া আসিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন—দেখিলাম কন্যাকে পরহস্তে সমর্পণ করিয়া মাতার স্নেহ ও মায়া যেন উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। পিতা উপদেশ দিবার সময়েই বাষ্পাবরোধ কণ্ঠ হইয়াছিলেন!

এই পবিত্র ব্রাহ্মবিবাহে কাহারও জাতীয় সংস্কারে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই, কারণ দেখিলাম যে, অধ্যাপক লালা রুচি

রামের বহুসংখ্যক বন্ধু বিদেশ হইতে আসিয়া এবং গ্রামস্থ ইতর, ভদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অনেকে আহ্লাদের সহিত যোগ দান ও আহারাদি করিয়াছিলেন। বিবাহের পরদিন সন্ধ্যাকালেই আমরা প্রত্যাগমন করিব কিন্তু তথাকার সকলের ইচ্ছা নহে যে আমরা শীঘ্র ফিরি। যাহা হউক এইদিন মধ্যাহ্নের পর ৫০।৬০ জন ভদ্র লোক সমবেত হইয়া মহর্ষিদেবের জীবন ও সাধন বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে তাহা বলিলাম। ভেরা অতি সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন জনপদ, ঝেলম নদীর অনতি দূরে অবস্থিত। এখানে এম, এ, বিএ, উপাধিধারী উকীল অধ্যাপক অনেক আছেন। ২০ জনের অধিক লোক এই গ্রাম হইতে বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সমাজচ্যুত বা গৃহচ্যুত হন নাই। পঞ্জাবী বাঙ্গালীর ন্যায় সঙ্কীর্ণহৃদয় নহেন, সফরীস্বভাবও নহেন। আমরা ভেরার বন্ধুগণের নিকটে বিদায় লইয়া সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিব এই উপলক্ষ্যে এক যুবক বন্ধু প্রীতি পুর্ব্বক আমাদের প্রায় ৪০ জনকে ফলাহার করাইলেন। সে ফল-মিষ্টান্নে তিনি যেন সহজ হৃদয়ের সরল মধুময় প্রীতি মাখাইয়া দিয়া আমাদের জিহ্বাকে সরস করিয়া তুলিলেন। ইহার পরেই প্রকাশ্য বাজারের প্রাঙ্গণে লাহোরের ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক লালা রঘুনাথ সহায় বিএ ও বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। সর্ব্বশেষে আমি তাঁহাদের মতকে সমর্থন করিয়া একটি ঋষির ও একটী মুসলমান সাধুর কবিতা আওড়াইয়া স্বস্তিবাচন করিলাম ও সকলে মিলিয়া ভেরার বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ট্রেণে উঠিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় আসিয়া পহুছিয়াছি।

সমালোচনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক ইলিয়ড্ নামক গ্রীক্ মহাকাব্যের পদ্যে বঙ্গানুবাদ। অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা, নগদ প্রতিখণ্ড দুই আনা।

হিন্দু জাতির রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় প্রাচীন গ্রীক কবি হোমর্ প্রণীত ইলিয়ড্ও গ্রীক্ জাতির একখানি মহাকাব্য। আশ্চর্য্যের বিষয় রামায়ণের সহিত ইলিয়ডের বর্ণিত ঘটনারও অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলেও জনসাধারণ উহার সম্বন্ধে এত দিন অজ্ঞ ছিলেন! যোগেন্দ্র বাবু এই পুস্তকখানি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া সেই অভাবটী দূর করিলেন। সাহিত্য-কাননে প্রবেশ করিবার তাঁহার এই প্রথম উদ্যম নহে। ইতিপূর্ব্বে স্কুলপাঠ্য পুস্তকের রচনা, হিন্দুর আদরের ধন "চণ্ডির" বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গভাষার সেবকগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। কবিতা ভাষান্তরে অনুবাদিতা হইলে মূল গ্রন্থের কবিত্বের মাধুর্য্য হ্রাস হইয়া যায়, সুতরাং অনুবাদ পড়িয়া হোমরের কবিত্বের পূর্ণ পরিচয় না পাইলেও এই পুস্তকখানির প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষা পাঠ করিয়া পাঠক যে মোহিত হইবেন ও গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে ইহা যে বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে আদরের সহিত স্থান পাইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সংবাদ।

গত ১০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার পঞ্জাব প্রদেশের ভেরা নামক নগরে লাহোর গবর্ণ-

মেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লালা রুচিরাম সহানী এম, এ, মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রামরক্ষীর সহিত তথাকার শ্রীযুক্ত গুরুদত্তার শুভ বিবাহ কার্য্য আদি ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা হইতে তথায় গিয়া এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। বিবাহে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম কাহারও কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটে নাই, কাহারও কোন সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক সংস্কারে আঘাত লাগে নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১৬৮/
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৭০।৶৩
সমষ্টি	...	৮৮৭৷৶৩
ব্যয়	...	২৮১৮৶০
স্থিত	...	৬০৫।৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুদ ১০৫।৩

৬০৫।৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত নবাব সলিমুল্লা বাহাদুর ৫০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪১৶০
পুস্তকালয়	...	২৷৶০
যন্ত্রালয়	...	২২২৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৷০
সমষ্টি		৩১৬৮৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৭৮৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪৮৶০
পুস্তকালয়	...	৷৶০
যন্ত্রালয়	...	৫৮৷০
সমষ্টি		২৮১৮৶০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯ শে আশ্বিন মঙ্গলবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের "ষট্‌ত্রিংশ" উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মসংকীর্ত্তন হইবে। ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিলে উৎসাহিত হইব।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXVI.

The Destiny of the Righteous Soul.

"পরাচঃ কামানমুযন্তি বালাস্তে
মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম ॥
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥"

"Persons of little understanding, attached to objects pertaining to the external world, are ensnared in the net of an expansive spiritual death, but the sages, having known the Immutable Immortality, never pray for any of the transitory things of this world."

They are but children, mere fools who suffer their minds to run after things that belong to the external world. Overshadowed by infatuation they pursue only the objects of the senses, and of little desires. "তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্যপাশম্" "They are soon entagled in the net of an expansive moral and spiritual death." They do not achieve immortality, for they are contented with the transitory, decaying, and little enjoyments of the world. But the sages, having known the Immutable Immortality and relished the deathless joy of His perpetual companionship—the compānion-ship of the changeless God who is truth itself, cease from praying for the inferior sensual pleasures of the world. The one is intoxicated with all that is worldly, is absorbed day and night in worldly thoughts and enjoyments, and is being ceaselessly turned round the tortuous paths of the world. The other makes God his end and aim—the Being who is unchangeable, goodness itself, the solemn ocean of knowledge, self-manifest, and Lord of the universe. God is to him the light of his eyes, the treasure of his heart. Unto Him he dedicates all the reverence, love, and gratitude of his heart.

He whose end and aim is Brahma or God is the Brahmo. As the worldling's aim is the world, so is the Brahmo's aim is Brahma. The difference between a worldling and a Brahmo is as that between darkness and light. The one covets darkness, and the other light; the one covets death and the other immortality; the one prays for the True and the other for the false. Here in this world abide individuals of these two different characters. As we have both night and day in this world and the light of the sun as well as the darkness of night, so there are both the Brahmo and the worldling. The Brahma-devoted Brahmo, raised above the earth like the peak of the mountain, proclaims the glory of God with his head turned upward, while the world-devoted worldling is sunk in the nether region of worldliness. As man is superior to the beast, so is the Brahma-devoted Brahmo superior to an ordinary man. If all men be devoted to God and love to worship Him, this world would be like unto Heaven.

Those to whom the world is the end, regard God as but a means to their end. They create a God of their own out of their imagination. And theirs is a partial God. They pray to Him for a ceaseless flow of worldly pleasures and make him but an instrument for the attainment of worldly happiness. They pray thus, "Grant me, O God, length of day, grant me fame,

make me the father of many sons, bestow wealth on me, and gratify the desire for worldly enjoyment that clings to my heart." But what do the Brahmos pray for? They approach God crying, "Reveal Thyself to me, O God, I am distressed in heart, and I am humble and poor in spirit; I want neither wealth nor fame from Thee; grant me only this privilege that I may always be Thy companion and servant." When this sincere prayer of the Brahmo is granted, there wells up from his heart a fountain of gratitude that flows to the feet of God. Then as his thirst for worldly enjoyments ceases as he obtains the nectar of contentment, and beholds God brightly manifested in his large, happy soul, a sense of wonder overpowers him and thus does he express his feelings;—"Wondrous! Wondrous! Wondrous is Thy mercy, Lord of the universe! Wondrous is thy mercy, for who am I that Thou shouldst manifest Thyself to me.' He is then bewildered, and knows not where to keep his gratitude, and how to express it. His loving, devout heart is at last filled with the presence of God—he then realizes his highest aspiration—naturally enough he can not determine what he should do, what he should speak in that moment of exceeding joy and thankfulness,

He is then favored by Righteousness. Righteousness which is our friend in earth and also in Heaven, and which, taking hold of our hands, brings us to the presence of our Supreme Father, then becomes his friend and minister. Righteousness, touching his head lovingly with his hands, whispereth to him, "He who hath sent me to thee, hath commanded me to lead thee to Him only." When hearing this sweet message we follow Righteousness, renouncing all worldly possessions and prosperity and undergoing many hardships, then our will is strengthened, and our soul becomes pervaded with the sweetness of honey, and in our honied soul God is then manifested as joy itself and immortality itself.

Righteousness is friendly and helpful to the Brahmo, but it is hostile to the worldling. Righteousness commands the worldling in a deep solemn voice to forsake baneful pursuits for the sake of his deliverance from misery and wretchedness, but how stern does such commandment seem to his mind! How he shrinks from renouncing the objects of the worldly desires which cling to his heart! He regards Righteousness as a stern task-master and fails to realize its sweetness. After a whole year's industry, when he extends his hand to catch the poisonous fruit of his labour—the sin-tainted objects of his lower propensities, Righteousness steps in and commands him thus, "Abjure at this very moment perjury, fraud and deceit, possess not others' things in defiance of the laws of justice, persecute not the weak and the innocent, and forsake drinking and adultery." These commandments sound in the ears of the worldling as so many thunderclaps. They who with all their strength and energy strive to obtain worldly enjoyments, are reduced into a death-like condition when they have to renounce them for the sake of Righteousness. "ধর্ম্মং চর:"—"Perform righteous works"—this meaningful and momentous precept often appears to them to be without meaning and worth. They do not accept righteousness for the sake of righteousness and God: they want wealth, they long for sensual enjoyments, and it is the considerations of profit and loss that they chiefly think of in all that they do. Righteousness is, therefore, to them a stern preceptor, and an obstacle to the enjoyments which they can but easily acquire. Many a time and oft they neglect the

deepest admonitions of righteousness that are heard in the interior of the soul and in consequence find themselves thrown into a state of dire misery and wretchedness.

To him who makes God his aim and the object of his prayerful aspiration does Righteousness become helpful and him does it bring to his beloved God. To the worldly man Righteousness is a stern preceptor, but to the righteous soul Righteousness is the friend of his heart, for the aim of the one differs completely from that of the other. The one sojourns in this world for the gratification of self, the other leads the life of the righteous house-holder, only for the object of attaining God.

Those who love not God but love the world can not behold His image of joy and immortality in the heart. Covetous of material possessions and infatuated by appearances they catch hold of the flame of sin, imagining it to be a shining diamond, but they recoil when they are burnt by it. They have then to bear the penalty meted out by Divine Justice: they then perceive that God then becomes as terrible as a threatening thunderbolt. They shrink from seeking the refuge of God, for that entails the sacrifice of the wealth they may have acquired by means not sanctioned by the law of justice and requires the abjuration of sinful inclinations; they keep themselves removed from God and desire ever to stay away from Him; therefore, they can not free themselves from fear but, stupefied by the infatuation of the world, they mourn. Why have they to suffer all this torment and castigation? Because it is the will of God that infatuated worldlings may not be content with the pleasures the world can give, that they may forsake the low aim of their life, that they may quit that terrible wilderness which is the fit abiding-place for villains and return to the home of their Father where infatuation and grief have no strength, where the tribulation of worldly life has lost its edge and where sin and sorrow have no admission.

They who make worldly possessions and enjoyments their end and aim, find no peace even in Heaven. The imagined Heaven of the worldling is full of worldly pleasures. The worldling would carry the dust of the world with him to his Heaven after he dies. If ever the worldling abjures the forbidden pleasures of the world, or submits to austerities for the sake of righteousness or truth, he does so under the hope that if the sacrifice of wealth and sensual enjoyment he makes here be represented by the figure ten, his gain in Heaven of the same would be so large that it shall have to be represented by the figure one hundred. He transfoms Heaven into a noxious abode of sin by imagining it to be associated with wine and woman and dancing and singing, The worldling's Heaven and Hell are the same, and, therefore, it is written in the Book of the Brahmic Religion—"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্" "The fools run after the things pertaining to the external world and are ensnared in the net of an expansive spiritual death."

But how spiritual is the hope, the aspiration of the God-devoted Brahmo! He hopes that in Heaven he would be enabled to behold more brightly the image of goodness of his God, and to offer Him more largely the pure love of his heart. Not one Heaven only is for him but *Dev-loks* or many Heavens, one rising above another, are ready to receive his spirit. Angels endowed with super-excellent knowledge and love, are waiting for him. The Infinite Spirit is his aim and Eternity is his life. Ascending from one lower Heaven to a high-

er one, he would ceaselessly approach God more and more. Every day will be a day of festival to him. Can the bliss we enjoy in this life by offering our love to God be contained by our mind or expressed by our speech, if it is augmented but a little ? No, it can not ; how can then we conceive the holy joy of God with which we shall be blessed in Heaven ? What treasure shall we not deem to have gained, when, translated from this world to the next, we shall, through the progress to be achieved there in knowledge and love, be united with God more closely than now ? Who among us is not enlivened by such a hope ? It is Brahmoism that has instilled this exalted hope into our minds. Brahmoism brings to us the message that we are not the fallen children of God. We are not the abandoned children of the Supreme Father. We are the sons of the Being Immortal and are, therefore, destined heirs to immortality. Our rights and privileges are the same as those of the Devas or angels. Our eternal relationship is with Him whose glory is chanted in many strains by spirits highly developed in knowledge, love and righteousness in the countless shining worlds above us. At this very moment when the sky over us is filled with our songs in praise of the Lord, how numerous are the bright orbs from which are rising voices glorifying His attributes ? Wherever may He be worshipped, the spirit of all worship combines and is united at his feet.

O Supreme Spirit, vouchsafe Thy mercy unto us. The poor, wretched children of Bengal are unclean with sin. Wherever I cast my eyes I find people who, estranged from Thee, are immersed in worldly enjoyments. O Supreme Spirit, with folded palms and with all humility I pray to Thee, do Thou purify our hearts. Reveal the high aim of Brahmoism unto all in Bengal and thereby cleanse its foulness. O Lord, there is none but Thee unto whom we can entrust our destiny.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি। ১।

'সঙ্কল্পঃ বাব মনসঃ ভূয়ান্' সঙ্কল্পোঽপি মনস্তুনবদন্তঃকরণবৃত্তিঃ 'যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে' কর্ত্তব্যাদি বিষয়ান্ বিভজতে ইদং কর্ত্তুং যুক্তমিতি। 'অথ মনস্যতি' মন্ত্রানধ্যীয়েত্যাদি। 'অথ' অনন্তরং 'বাচং ঈরয়তি' মন্ত্রাদ্যুচ্চারণে। 'তাং উ' বাচং 'নাম্নি' নাম্নোচ্চারণনিমিত্তং বিবক্ষাং কৃত্বা 'ঈরয়তি' 'নাম্নি' নামসামান্যে 'মন্ত্রাঃ' শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ 'একং ভবন্তি' অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। সামান্যে হি বিশেষোঽন্তর্ভবতি। 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' একং ভবন্তি। ১।

সঙ্কল্প মন হইতে শ্রেষ্ঠ। যখন মনুষ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে সঙ্কল্প করে তখন মনন করে। অনন্তর বাক্য উচ্চারণ করে। নাম প্রকাশ নিমিত্ত বাক্যকে উচ্চারণ করে। মন্ত্রসকল নামের অন্তর্ভূত হয়। কর্ম্ম সকল মন্ত্রের অন্তর্ভূত হয়। ১।

তানি হ বৈতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমকৢপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ সমকল্পতামাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি। ২।

'তানি হ বা এতানি' মনআদীনি 'সঙ্কল্পে একায়নানি' সঙ্কল্প একোঽয়নং গমনং প্রলয়োযেষাং তানি সঙ্কল্পৈকায়নানি 'সঙ্কল্পাত্মকানি' উৎপত্তৌ 'সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি' স্থিতৌ 'সমকৢপতাং' সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব হি দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ 'দ্যাবাপৃথিবী' তথা 'সমকল্পেতাং বায়ুঃ চ আকাশং চ' এতাবপি সঙ্কল্পং কৃতবতাবিব। 'সমকল্পতাং আপঃ চ তেজঃ চ' স্বেন রূপেণ নিশ্চলানি লক্ষ্যন্তে। যতঃ'তেষাং' দ্যাবাপৃথিব্যাদানাং 'সংকৢপ্ত্যৈ' সঙ্কল্পনিমিত্তং 'বর্ষং সঙ্কল্পতে' সমর্থোভবতি। তথা 'বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ' সঙ্কল্পনিমিত্তং 'অন্নং সঙ্কল্পতে' বৃষ্টেহ্যন্নং ভবতি 'অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে' অন্নময়া হি প্রাণাঃ। তেষাং 'প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে' প্রাণবান্ হি মন্ত্রানধীতে নাবলঃ। 'মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ' 'কর্ম্মাণি' অগ্নিহোত্রাদীনি 'সঙ্কল্পন্তে' অনুষ্ঠীয়মানানি মন্ত্রপ্রকাশিতানি সমর্থানি ভবন্তি ফলায়। ততঃ 'কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ' 'লোকঃ' ফলং 'সঙ্কল্পতে' কর্ম্মকর্ত্তৃসমবায়িতয়া সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। 'লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ' 'সর্ব্বং' জগৎ 'সঙ্কল্পতে'। এতদ্ধীদং সর্ব্বং জগৎযৎফলাবসানং

তৎসর্ব্বং সঙ্কল্পমূলং। অতোবিশিষ্টঃ 'সঃ এষঃ সঙ্কল্পঃ'। অতঃ 'সঙ্কল্পং উপাস্ব ইতি' উক্ত্বা ফলমাহ তদুপাসকস্য।২

এই মন-আদি বৃত্তি সকল সঙ্কল্পাশ্রিত, সঙ্কল্পাত্মক এবং সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক এবং ভূলোক যেন সঙ্কল্প করিয়া অবস্থান করিতেছে, বায়ু এবং আকাশ যেন সঙ্কল্প করিয়া অবস্থান করিতেছে, জল এবং তেজ যেন সঙ্কল্প করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের সঙ্কল্প নিমিত্ত বৃষ্টি সজীবতা লাভ করে, বৃষ্টির সঙ্কল্প নিমিত্ত অন্ন সজীবতা লাভ করে, অন্নের সঙ্কল্প নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকল সজীবতা লাভ করে, ইন্দ্রিয়গণের সঙ্কল্প নিমিত্ত মন্ত্র সকল সজীবতা লাভ করে, মন্ত্র সকলের সঙ্কল্প নিমিত্ত কর্ম্ম সকল সজীবতা লাভ করে, কর্ম্ম সকলের সঙ্কল্প নিমিত্ত গ্রহাদি লোক সকল সজীবতা লাভ করে, লোক সকলের সঙ্কল্প নিমিত্ত সকলই সজীবতা লাভ করে। ইহাই সেই সঙ্কল্প। তুমি সঙ্কল্পের উপাসনা কর।২।

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে সংকৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানা নব্যথমানোঽভিসিদ্ধতি যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ভূয় ইতি সঙ্কল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি।৩।৪।

'সঃ যঃ সঙ্কল্পং' 'ব্রহ্ম ইতি' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাস্তে' 'সংকৢপ্তান্ বৈ' সমর্থিতান্ 'সঃ' বিদ্বান্ 'লোকান্ ধ্রুবান্' নিত্যান্ 'ধ্রুবঃ' সন্ 'প্রতিষ্ঠিতান্' উপকরণসম্পন্নান্ পশুপুত্রাদিভিঃ প্রতিতিষ্ঠতীতি দর্শনাৎ স্বয়ং চ 'প্রতিষ্ঠিতঃ' আত্মীয়োপকরণসম্পন্নঃ 'অব্যথমানান্' অমিত্রাদিত্রাসরহিতান্ 'অব্যথমানঃ চ' স্বয়ং 'অভিসিদ্ধতি' অভিপ্রাপ্নোতি। 'যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং' সঙ্কল্পগোচরঃ 'তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে'। 'অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাৎ ভূয়ঃ ইতি'। 'সঙ্কল্পাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'।৩।৪।

যিনি সঙ্কল্প-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সঙ্কল্প সঞ্জাত পুত্র পশ্বাদি উপকরণসম্পন্ন ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন এবং অমিত্রাদি ত্রাসরহিত ঐ সমস্ত লোকে স্বয়ং অব্যথমান হইয়া অবস্থান করেন। ঐ সঙ্কল্প ব্রহ্মোপাসকেরা যতদূর সঙ্কল্পের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায় ততদূর গোচর হয়। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়! সঙ্কল্প হইতেও কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, সঙ্কল্প হইতেও শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন।৩।৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি।১।

'চিত্তং বাব সঙ্কল্পাৎ ভূয়ঃ' অস্তি। চিত্তং চেতয়িতৃত্বং প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্বং অতীতানাগতবিষয়প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যঞ্চ তৎসঙ্কল্পাদপি ভূয়ঃ। কথং। 'যদা বৈ' প্রাপ্তং বস্তিদমেবং প্রাপ্তমিতি 'চেতয়তে' তদা দানায় বাপোহায় বা 'অথ সঙ্কল্পয়তে' 'অথ মনস্যতি' 'অথ বাচং ঈরয়তি' 'তাং উ নাম্নি ঈরয়তি' 'নাম্নি মন্ত্রাঃ একং ভবন্তি' 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' একং ভবন্তি।১।

সঙ্কল্প হইতে চিত্ত শ্রেষ্ঠ। কারণ এই বস্তু এইরূপে পাইয়াছি অগ্রে এইরূপ চৈতন্যের উদ্রেক করে, করিয়া, তাহার পর তদ্বিনিয়োগে সঙ্কল্পকে আনয়ন করে। তাহার পর মনন করে, তাহার পর বাক্য উচ্চারণ করে। বাক্যকে নামেতে প্রয়োগ করে। মন্ত্র সকল সেই নামের অন্তর্গত, কর্ম্ম সকল মন্ত্রের অন্তর্গত।১।

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বাঽয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিত্যথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শু-

শ্রূষন্তে চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্বেতি। ২।

'তানি হ বৈ এতানি' সঙ্কল্পাদীনি কর্ম্মফলান্তানি 'চিত্তৈকায়নানি' 'চিত্তাত্মানি' চিত্তোৎপন্নানি 'চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি' চিত্তস্থিতান্যপি পূর্ব্ববৎ। কিঞ্চ চিত্তস্য মাহাত্ম্যং। যস্মাচ্চিত্তং সঙ্কল্পাদিমূলং 'তস্মাৎ যদ্যপি' 'বহুবিৎ' শাস্ত্রাদিপরিজ্ঞানবান্ সন্ 'অচিত্তঃ' প্রাপ্তাদি-চেতয়িতৃত্বসামর্থ্যবিরহিতঃ 'ভবতি' তং নিপুণা লৌকিকাঃ 'ন অয়ং অস্তি' বিদ্যমানোঽপ্যসৎসম 'ইতি এব এনং আহুঃ' 'যৎ অয়ং' কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রাদি 'বেদ' শ্রুতবাংস্তদপ্যস্য বৃথৈবেতি কথয়ন্তি। 'যৎ বা অয়ং বিদ্বান্ ইত্থং অচিত্তঃ স্যাৎ ইতি' যদি অল্পবিৎ চিত্তবান্ ভবতি' 'তস্মা' এতস্মৈ তদুক্তার্থগ্রহণায় 'এব উত' অপি 'শুশ্রূষন্তে' শ্রোতুমিচ্ছন্তি। তস্মাৎ 'চিত্তং হি এব' 'এষাং' সঙ্কল্পাদীনাং 'একায়নং'। 'চিত্তং আত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা' চিত্তং উপাস্ব ইতি'। ২।

এই সংকল্পাদি চিত্তাশ্রিত, চিত্তাত্মক এবং চিত্তে প্রতিষ্ঠিত। অতএব যদ্যপি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও চৈতন্য বিহীন হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে 'এ নাই' এইরূপ বলে, আর সে যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহাও তাহার পক্ষে বৃথা এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকে—যেহেতুক এই ব্যক্তি বিদ্বান্ হইয়াও চৈতন্যশূন্য। আর যদি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও চিত্তবান্ হয় তথাপি লোকে তাহার বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই এই সঙ্কল্পাদির একাশ্রয়। অতএব চিত্তই আত্মা, চিত্তই প্রতিষ্ঠা। তুমি চিত্তেরই উপাসনা কর। ২।

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিদ্ধতি যাবচ্চিত্তস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ৩। ৫।

'সঃ যঃ চিত্তং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'সঃ' চিত্তোপাসকঃ 'চিত্তান্ লোকান্ ধ্রুবান্' 'ধ্রুবঃ' সন্ 'প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতঃ' 'অব্যথমানান্ অব্যথমানঃ' 'অভিসিদ্ধতি' অভিপ্রাপ্নোতি। 'যাবৎ চিত্তস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ চিত্তং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ চিত্তাৎ ভূয়ঃ ইতি' 'চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ৩। ৫।

যিনি চিত্ত-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিত্ত সঞ্জাত পুত্র পশ্বাদি উপকরণ সম্পন্ন ধ্রুবলোক সকল প্রাপ্ত হন এবং অমিত্রাদি ত্রাসরহিত ঐ সমস্ত লোকে স্বয়ং অব্যথমান হইয়া অবস্থান করেন। ঐ চিত্ত ব্রহ্মোপাসকের যতদূর চিত্তের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায়, ততদূর গোচর হয়—ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয় চিত্ত হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, চিত্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ৩। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যেঽল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনাউপবাদিনস্তেঽথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্বেতি। ১।

'ধ্যানং' একাগ্রতেতি যমাহুঃ 'বাব চিত্তাৎ ভূয়ঃ'। যথা যোগী ধ্যায়ন্নিশ্চলো ভবতি ধ্যানফললাভে এবং 'ধ্যায়তি ইব' নিশ্চলা দৃশ্যতে 'পৃথিবী' 'ধ্যায়তি ইব অন্তরীক্ষং' 'ধ্যায়তি ইব দ্যৌঃ' 'ধ্যায়তি ইব আপঃ' 'ধ্যায়ন্তি ইব পর্ব্বতাঃ' 'ধ্যায়ন্তি ইব দেবমনুষ্যাঃ' শমাদিগুণসম্পন্না মনুষ্যা দেবস্বরূপং ন জহাতি। যস্মা দেবং বিশিষ্টং ধ্যানং 'তস্মাৎ' 'যঃ' 'ইহ' লোকে 'মনুষ্যাণাং' ধনৈর্বিদ্যয়া গুণৈর্বা 'মহত্তাং' মহত্বং 'প্রাপ্নুবন্তি' 'ধ্যানাপাদাংশা ইব এব' ধ্যানস্যাপাদানমাপাদো ধ্যানফললাভ ইত্যেতত্তস্যাংশোঽবয়বঃ কলা কাচিদ্ধ্যানফললাভকলাবন্ত ইবেত্যর্থঃ। 'তে' ভবন্তি' নিশ্চলা ইব লক্ষ্যন্তে ন ক্ষুদ্রা ইব। 'অথ যে' পুনঃ 'অল্পাঃ' ক্ষুদ্রা

কিঞ্চিদপি মহত্ত্বৈকদেশমপ্রাপ্তাস্তে পূর্ব্বোক্তবিপরীতাঃ 'কলহিনঃ' কলহশীলাঃ 'পিশুনাঃ' পরদোষোদ্ভাসকাঃ 'উপবাদিনঃ' পরদোষং সামীপ্যে যুক্তমেব বদিতুং শীলং যেষাং 'তে' 'অথ' 'যে' মহত্ত্বং প্রাপ্তা ধ্যানাদিনিমিত্তং 'প্রভবঃ' বিদ্যাচার্য্যরাজ্যেশ্বরাদয়ঃ 'ধ্যানাপাদাংশাঃ' 'ইব এব' ইত্যাহ্যুক্তার্থং। অতঃ 'ধ্যানং উপাস্ব ইতি'। ১।

চিত্ত হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন, অন্তরীক্ষ যেন ধ্যানমগ্ন, দ্যুলোক যেন ধ্যানমগ্ন, জল যেন ধ্যানমগ্ন, পর্ব্বত সকল যেন ধ্যানমগ্ন, শমাদিগুণসম্পন্ন দেব মনুষ্যেরা যেন ধ্যানমগ্ন। অতএব ইহলোকে যে দেব মনুষ্যেরা বিদ্যাদি গুণের দ্বারা মহত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা ধ্যানেরই পাদাংশ লাভকারী বলিয়া গণ্য হন। আর যাহারা বিপরীতাচারী ক্ষুদ্র, তাহারা কলহশীল, পরদোষোদ্ভাসক, উপবাদী। আর প্রভাবশীল ব্যক্তিরা ধ্যানপাদাংশ লাভকারীরই তুল্য। অতএব ধ্যানেরই উপাসনা কর। ১।

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয়ইতি ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২। ৬।

'সঃ যঃ ধ্যানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'যাবৎ ধ্যানস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ ধ্যানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ ধ্যানাৎ ভূয়ঃ ইতি' ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২। ৬।

যিনি ধ্যানব্রহ্মের উপাসনা করেন, যতদূর ধ্যানের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায় ততদূর তাঁহার গতি হয়—যিনি ধ্যানব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ কহিলেন, মহাশয়, ধ্যান হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার কহিলেন, ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ কহিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়োবিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চান্নঞ্চ রসঞ্চেমঞ্চ লোকমমুঞ্চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্বেতি। ১।

'বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাৎ ভূয়ঃ' বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানং ধ্যানং তস্য চ কারণত্বাদ্ধ্যানাদ্ভূয়স্ত্বং। কথং চ তস্য ভূয়স্ত্বমিত্যাহ। 'বিজ্ঞানেন বৈ ঋগ্বেদং বিজানাতি' অয়মৃগ্বেদইতি প্রমাণতয়া যস্যার্থজ্ঞানং ধ্যানকারণং। তথা 'যজুর্ব্বেদং সামবেদং আথর্ব্বণং চতুর্থং ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং' 'বাকোবাক্যং' তর্কশাস্ত্রং 'একায়নং' 'দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং আকাশং চ আপঃ চ তেজঃ চ দেবান্ চ মনুষ্যান্ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীং শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মং চ অধর্ম্মং চ সত্যং চ অনৃতং চ সাধু চ অসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চ অহৃদয়জ্ঞং চ অন্নং চ রসং চ ইমং চ লোকং অমুং চ' সর্ব্বং 'বিজ্ঞানেন এব বিজানাতি' ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্যুক্তং ধ্যানাদ্বিজ্ঞানস্য ভূয়স্ত্বং। অতঃ 'বিজ্ঞানং উপাস্ব ইতি'। ১।

ধ্যান হইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানের দ্বারা ঋগ্বেদ জানা যায়, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, চতুর্থ ইতিহাস পুরাণ পঞ্চম ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, দৈব, নিধি, (মহাকালাদি শাস্ত্র) তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, গারুড়, নৃত্যগীতাদি শাস্ত্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী, তৃণ বনস্পতি,

শ্বাপদ, আকীট. পতঙ্গ পিপীলক, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, প্রিয়, অপ্রিয়, অন্ন, রস এবং ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় সকলই বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়। অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর। ১।

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্ জ্ঞানবতোঽভিসিদ্ধ্যতি যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২। ।৭।

'সঃ যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'বিজ্ঞানবতঃ' বিজ্ঞানং যেষু লোকেষু তান্ 'লোকান্,' 'জ্ঞানবতঃ' লোকান্ 'বৈ সঃ' 'অভিসিদ্ধ্যতি' প্রাপ্নোতি। 'যাবৎ বিজ্ঞানস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ ইতি' 'বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২ ।৭।

যিনি বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞানবিশিষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। যতদূর বিজ্ঞানের গোচর, কামাচারী রাজার ন্যায় ততদূর তাঁহার গোচর হয়, যিনি বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ কহিলেন, মহাশয়, বিজ্ঞান হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ কহিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ৭

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শক ১৮২৫। ৯ই ভাদ্র

অবস্থা।

এই দেখিতেছি আকাশ নির্ম্মল, নক্ষত্র সকল উজ্জ্বলতর রূপে কিরণ বর্ষণ করিতেছে; চন্দ্রমা জগৎকে রজতরঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছে, পরক্ষণেই দেখি, কোথা হইতে মুষ্টিমেয় মেঘ উত্থিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আবার ক্ষণপরে হয় ত আকাশ পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার হইয়াছে। মনুষ্যের অবস্থা ঠিক্ সেইরূপ। সে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের অধীন হইতেছে। তাহার অবস্থা কখনই চিরদিন সমান থাকে না। সে এই রাজচক্রবর্ত্তী এই ভিখারী এই স্বাধীন এই পরাধীন—বন্দী। এই প্রলোভনশূন্য অবস্থায় শান্তিসুখ ভোগ করিতেছে; পরক্ষণেই আবার মহা প্রলোভনের তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে সাধু যিনি তিনি কোন কালে অবস্থার দাস নহেন। সকল অবস্থায় তিনি মনের সমতা রক্ষা করেন। সকল অবস্থাতেই তাঁর বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য। যখন যেমন অবস্থা, তখন তাঁর তেমনি কর্ত্তব্যপালন। সাধু, রাজা হইলে সকলপ্রকার গর্ব্ব ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া প্রজারঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। রামচন্দ্র তাহার প্রমাণ। তিনি রাজপুত্র হইয়াও কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি চাণ্ডালের সহিতও মিত্রতা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। লোকে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নিকট অবনত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদের নিকট অবনত হইতেন। অবস্থাজনিত তাঁহার অভিমান ছিল না। মহাজ্ঞানী বিদুর সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি কখন দুর্য্যোধনের অসাধু প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেন না। যাঁহারা সাধু পুরুষ তাঁহারা সদাই নির্ভীক। পুরুষোচিত সাহস তাঁহাদের হৃদয়ে সকল সময়ে জাগরূক থাকে। অভয়দাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় তোষামোদ করিয়া

অন্যের প্রসাদ লাভ করেন না। যুধিষ্ঠির যখন কপট পাশক্রীড়ায় হারিলেন, তখন দুর্য্যোধন, দ্রৌপদীর দারুণ অপমান করিলেন। সম্মুখে নৃপতিবর্গ বসিয়া রহিয়াছেন; সকলেই নীরব। কেহই কোন কথা কহিতে সাহস করিতেছেন না কিন্তু সাধু বিদুর ও বিকর্ণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন। বিকর্ণ বলিলেন, রাজগণ! শ্রবণ করুন। আপনারা বিদিত আছেন, যুধিষ্ঠির একা দ্রৌপদীর স্বামী নহেন, সুতরাং তিনি একা কি প্রকারে তাঁহাকে পণ রাখিতে পারেন। আর এক কথা এই, দ্রৌপদীকে হারিবার পূর্ব্বে, যুধিষ্ঠির আপনাকে হারিয়াছেন, অতএব দ্রৌপদীর উপর তাঁহার স্বত্বের হানি পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে। এই সকল কারণে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বিকর্ণ দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অধীন; তথাপি তিনি আপনার বিপদ লক্ষ্য না করিয়া, সাধুজনোচিত বাক্যই সভামধ্যে দুর্য্যোধনের সম্মুখেই বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিরজীবনই সাধু ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কতবারই তাঁহাকে দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কেবল দ্রোণাচার্য্যবধের দিন, মানবীয় ক্ষীণতা ও মোহবশতঃ যে কপট ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য, সেই "হত ইতি গজের জন্য" আজিও জগতে তাঁর কলঙ্ক রহিয়াছে। হায়! এক কলস অমৃতে এক বিন্দু গোমূত্র পতিত হওয়ায় তাহা বিকৃত হইল। তাঁহার সমগ্র যশোরাশি অতল সমুদ্রে নিমগ্ন হইল! উদারস্বভাব আকবর বাদসাহ সমগ্র ভারতের প্রভু হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হইয়াও অবস্থার দাস ছিলেন না। ধর্ম্মের দিকে, লোকের হৃদয়ের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নুরজাহান বাল্যকালে নিজ মাতার সহিত, আকবর বাদসাহের অন্তঃপুরে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন, একারণে তিনি জাহাঙ্গিরের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গির পিতাকে এ কথা জানাইলেন। তিনি কহিলেন, কন্যা বাগ্দত্তা হইয়াছে। সের আফগানের সহিত ইহার বিবাহ হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমার এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা আছে সত্য বটে, কিন্তু এরূপ করিলে ধর্ম্মহানি হইবে। অতএব এ কার্য্য আমা হইতে হইবে না। তিনি উচ্চ অবস্থার গর্ব্বে ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। সার ফিলিপ সিড্‌নি যখন জুটফেনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উরুদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর, এমন কি প্রাণ যায়। তৎকালে এক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার নিকটে জলপূর্ণ এক পানপাত্র ধরিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার অপেক্ষা তৃষ্ণাতুর আর এক জন যোদ্ধা মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে কহিলেন, আমা অপেক্ষা ইহার জলের প্রয়োজন অধিকতর অতএব জল আমায় দিও না, ইহাকে দাও। কি উদারতা! আপনি সৈন্যের কর্ত্তা বলিয়া নিজের প্রাণের দিকে চাহিলেন না। আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বীয় সৌভাগ্যের অভিমান রাখিতেন না। তিনি শীতকালে বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া সামান্য বেষে বিনা আড়ম্বরে কত কত দুঃখী ও দুঃখিনীর কুটীরে যাইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া তাহাদিগকে এই সকল বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন! কি স্বর্গীয় দৃশ্য! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোন কালেই অবস্থার দাস নহেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত ধনশালী ও দয়াবান ছিলেন। পরোপকারে তাঁহার বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইত। সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক

ঋণ দাঁড়াইয়া ছিল। উত্তমর্ণেরা সেই জন্য মহর্ষির নামে বড় অদালতে নালিশ করিল। শুনিয়াছি ঋণ প্রায় ক্রোর টাকা। অনেকে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন “আপনি ঋণ স্বীকার করিবেন না, ঋণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ দলিল পত্র নাই। তাঁহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, তথাপি তিনি আদালতে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রাড়-বিবাকদিগের সন্নিধানে জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত ঋণ স্বীকার করিলেন। সকলেই স্তম্ভিত হইল। স্থাবর অস্থাবর প্রায় সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তিনি ঋণ পরিশোধ করিলেন। ধর্ম্মের এমনি বল, বিষয় গেল, আবার বিষয় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ফিরিয়া আসিল। এখনও সে বিষয় অটল হইয়া রহিয়াছে।

দ্রুপদ রাজার সহিত দ্রোণাচার্য্যের বাল্যকালে বড় সখ্য ছিল, দুই জনে একত্রে খেলা ও একত্রে পাঠাভ্যাস করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের পিতা ভরদ্বাজের আশ্রমে দ্রুপদ সততই যাইতেন। ক্রমে উভয়ের শৈশবাবস্থা চলিয়া গেল। দ্রুপদ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। দ্রোণ শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া একদা পূর্ব্বতন সখা দ্রুপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহাতে দ্রুপদ মহা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আমার সহিত তোমার বন্ধুতা? আমি রাজা, তুমি দুঃখী ব্রাহ্মণ। রাজার সহিত দুঃখীর বন্ধুতা! সামান্য ধনী যে সেও দুঃখীর সহিত বন্ধুতা করে না। দ্রোণ অপ্রতিভ হইয়া হস্তিনায় ফিরিলেন। তথায় কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া নিজ শিষ্য অর্জ্জুন দ্বারা দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আনিলেন। তখন দ্রুপদের চৈতন্য হইল, যে চিরদিন কাহারও অবস্থা সমান থাকে না।

একদা লিডিয়ার রাজা ক্রুসস্, মহাজ্ঞানী সোলনকে নিজ ঐশ্বর্য্য সগর্ব্বে প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন “আমার মত সৌভাগ্যশালী জগতে আর কে আছে। তাহাতে সোলন উত্তর করিলেন, মহারাজ! জীবিতাবস্থায় এরূপ অহঙ্কার করিবেন না। চিরদিন কাহারও সমান থাকে না। ইহার কিছুদিন পরে পারস্য ও মিডিয়ার অধিপতি সাইরস ক্রুসসের সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ক্রুসসের পরাজয় হইল। তিনি বন্দী হইলেন। সাইরস তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। বধ্যভূমিতে নীত হইলে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সোলন! সোলন! সোলন! তাহাতে সাইরস জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওরূপ কথা কেন বলিলে? তখন ক্রুসস্ সোলন সম্বন্ধীয় পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন। সাইরস শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন। অতএব সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক, ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মনুষ্যের অবস্থান করা কর্ত্তব্য। সৌভাগ্য উপস্থিত হইলে হীনাবস্থ লোকের প্রতি অবজ্ঞা না করিয়া, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেক। দুর্ভাগ্যে ম্রিয়মাণ না হইয়া, সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালোচিত ব্যবহার করিবে। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। হে দেব! সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে তুমি হৃদয়ে আবির্ভূত থাক। মনে সাম্য দান কর। এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

আত্মা হইতে সত্যে উপসংক্রমণ।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এই যে, প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয়—কি প্রকারেই বা সম্ভাবনীয়? এই প্রশ্নটিকে আগে ভাল করিয়া খুলিয়া-খালিয়া নির্ব্বাচন করা যা'ক, তাহার পরে তাহার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

প্রশ্নটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই ঃ—

যিনি জানিতেছেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাঁহাকে জানা হইতেছে তিনি জ্ঞেয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি জানিতেছেন, তাঁহাকে জানা কি প্রকারে সম্ভাবনীয়? জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় করা কি প্রকারে সম্ভাবনীয়? জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের একীকরণ কি প্রকারে সম্ভাবনীয়?

ইহার সোজা উত্তর এই যে, জলে সাঁতার দেওয়া তোমার পক্ষে কতদুর সম্ভাবনীয় তাহা যদি তুমি জানিতে চাও, তবে অন্তত এক-কোমর জলে নাবিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ কর—তাহা হইলেই সঙ্কল্পিত কার্য্যটির সম্ভাবনীয়তার সম্বন্ধে ক্রমে তোমার চক্ষু ফুটিবে; তাহা না করিয়া তুমি ডাঙায় দাঁড়াইয়া "আগে মাথা উঁচা করিব কি আগে হাত ছুঁড়িব" "আগে হাত ছুঁড়িব কি আগে পা ছুঁড়িব" এইরূপ নানাবিধ প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি সবিশেষ ফলদায়ক, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মাথা ঘুরাইয়া সারা হইতেছ—কাজেই জলে সাঁতার দেওয়া যে কতদূর সম্ভাবনীয় সে বিষয়ে কিছুতেই তোমার মনের ধন্দ মিটিতেছে না। তাই বলি যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের একীকরণ কতদূর সম্ভাবনীয়, তাহা জানিতে হইলে তাহা ভাবিয়া দেখা অপেক্ষা করিয়া দেখাই সহজ উপায়। কিন্তু তাহা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। কোনো নূতন ব্রতী যদি সাঁতার শিখিবার মানসে জলে নাবিতে উদ্যত হ'ন, তবে সম্মুখবর্ত্তী জলের ভাবগতি অবগত হইয়া সেরূপ কার্য্যে সাবধানতার সহিত প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে উচিত। যে স্থানটিতে তিনি নাবিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেখানে এক-হাঁটু জল, কি এক-কোমর জল, কি অগাধ জল, তাহার সবিশেষ সন্ধান লওয়া তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আত্মজ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াই যদি অভিনব ব্রতী এমন একস্থানে পদ-সংক্রমণ করেন—যেখানে থই পাওয়া যায় না, তবে তিনি দুইপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই স্খলিতপদ হইয়া বিপদে পড়িবেন—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব আত্মজ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মাকে কোন্ স্থানে ধরিতে হইবে, তাহার সন্ধান লওয়া সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য, তাহাতে আর ভুল নাই।

জ্ঞাতার ঠিকানা-নির্দ্দেশ।

ছুঁচের আগা দিয়াই কান ফোঁড়া হইয়া থাকে—ছুঁচের আগা দিয়াই কাপড় সেলাই করা হইয়া থাকে—ছুঁচের আগাটিই ছুঁচের মুখ্য অঙ্গ, তাহা আমি জানি; কিন্তু ছুঁচের আর-সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদে শুদ্ধকেবল তাহার ঐ মুখ্য অঙ্গটি, শুদ্ধকেবল তাহার আগামাত্রটি, আমাকে আনিয়া দেও দেখি—তাহা যদি তুমি আমাকে আনিয়া দিতে পারো, তবেই বলিব যে, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বাদে শুদ্ধকেবল জ্ঞাতামাত্রকে জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনয়ন করা সম্ভবে। কিন্তু ছুঁচের শুদ্ধকেবল আগামাত্রটি ধরিতে ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাহা ধরিতে

ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে—কেন? না, যেহেতু তাহা একটি জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র। জ্যামিতিক বিন্দুর থাকিবার মধ্যে আছে কেবল স্থিতি (position); তা বই তাহার আয়তন (magnitude) নাই; আয়তন যখন নাই, তখন কাজেই তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। "যিনি দৃশ্য বস্তু দেখিতেছেন" এতখানি কথা বলিলে তবে তাহার মধ্য হইতে দ্রষ্টা-শব্দের অর্থ টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে। যিনি'র একটি বাহন হ'চ্চে দৃশ্য-বস্তু এবং আর-একটি বাহন হ'চ্চে "দেখিতেছেন" অর্থাৎ দর্শনক্রিয়া; যিনি'র এই দুইটি বাহন-বাদে শুদ্ধকেবল যিনি-মাত্রটি নিঃসঙ্গ জ্যামিতিক বিন্দুরই সহোদর ভ্রাতা, তাহা ধরিতে ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। একজন রাজচক্রবর্ত্তী, যিনি রাজ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তিনিও তিনি; আর, একজন গরিব ব্রাহ্মণ, যিনি রাজদ্বারে আতিথ্য যাচ্ঞা করিতেছেন, তিনিও তিনি। ও-তিনি হইতে রাজকার্য্য এবং এ-তিনি হইতে যাচ্ঞা-কার্য্য বাদ দিলে দুই তিনির অনেকটা ভার-লাঘব হয়, তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু যদি ঐরূপ প্রণালীতে দুই তিনির মধ্য হইতে দোঁহার সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত গুণ বাদ দিয়া নিঃসম্বল তিনি-দুটিকে আলোচনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত করানো যায়, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদই দর্শকের নয়নগোচর হইতে পারে না। কেন না, সে তিনি যে কোন্ তিনি—রাজকার্য্যের কর্ত্তারূপী মহা-তিনি অথবা ভিক্ষা-কার্য্যের কর্ত্তারূপী ক্ষুদ্র-তিনি—তাহা তাঁহার গায়ে লেখা নাই; তাহা যখন নাই, তখন কাজেই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভবে না। সুষুপ্তির অবস্থায় রাজাধিরাজ মহারাজ এবং ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র চাসা দোঁহারই পদবী সমান—সে অবস্থায় দোঁহার দুই আত্মার মধ্যে সরিষা-ভোর প্রভেদেরও স্থানাভাব। অতএব এটা স্থির যে, আত্মায় আত্মায় যত-কিছু প্রভেদ এবং প্রত্যেক আত্মার যত কিছু বিশেষত্ব, সমস্তই আত্মার শক্তি-স্ফূর্ত্তি এবং গুণপ্রকাশের পশ্চাৎ ধরিয়া চলিয়া জ্ঞেয়-স্থানে উপনীত হয়—উপনীত হইয়া সেই জ্ঞানালোকিত প্রদেশে গৃহপ্রতিষ্ঠা করে; এতদ্ব্যতীত আত্মার কোনো বিশেষত্বই জ্ঞাতৃ-স্থানের অব্যক্ত পুরীতে শুদ্ধকেবল আছি-মাত্রে ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। যদি কেবল আছি-মাত্রে ভর করিয়া জ্ঞাতৃস্থানে বর্ত্তমান থাকিলেই আত্মজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিত, তবে বিনা সাধনে সকলেই সিদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞাতৃস্থানে আত্মা যাহা আছেন, তাহাই আছেন; তদ্ব্যতীত জ্ঞান-স্থানে আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি চাই এবং জ্ঞেয়-স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ চাই; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান কেবল একটা কথার কথা মাত্র। অর্থাৎ কি না—জ্ঞানস্থানে আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি না হইলে জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ হইতে পারে না; জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ না হইলে আত্মজ্ঞান কেবল শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। ফল কথা এই যে, প্রথম উদ্যমেই আত্মাকে জ্ঞাতৃস্থানে উপলব্ধি করিতে গেলে থই পাওয়া যায় না—কাজেই অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতে হয়। অতএব, আত্মাকে যাহাতে জ্ঞেয়স্থানে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখা সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য।

আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি।

পাতঞ্জলদর্শনে যোগের দুইরূপ সাধন-পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রথম পদ্ধতি শুদ্ধকেবল সাধনেরই ব্যাপার, দ্বিতীয় প-

দ্ধতি সাধন এবং ভজন দুয়ের একত্র সমাবেশ। যোগোক্ত প্রথম পদ্ধতি এইরূপঃ—

কোনো একটি ইচ্ছানুরূপ বস্তুতে বা প্রদেশে মনকে নিবদ্ধ করিবে। তাহার পরে লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি মনের একটানা স্রোত নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত করিতে থাকিবে। প্রথম কার্য্যটির নাম ধারণা এবং দ্বিতীয় কার্য্যটির নাম ধ্যান। তাহার পরে লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি মনোবৃত্তি যখন সর্ব্বতোভাবে সমাহিত হইবে—যখন সাধকের জ্ঞানে সেই লক্ষ্য বস্তুটি ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না; প্রতীয়মান হইবে তখন এইরূপ—যেন সেই লক্ষ্য বস্তুটিই সমস্ত জগৎ, সেই লক্ষ্য বস্তুটি ছাড়া আর-যেন কোনো কিছুই নাই—এমন কি সাধক নিজেও যেন নাই। ইহারই নাম সমাধি। সমাধিতে লক্ষ্য প্রদেশটিতেই—জ্ঞেয় স্থানটিতেই—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই জ্ঞানের সমক্ষে একীভূত ভাব ধারণ করিয়া আত্মারূপে প্রকাশিত হয়।

যোগোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধান কি? না, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে পরমগুরু জানিয়া পরম-ভক্তি-সহকারে তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করা। প্রথম পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ খুবই আছে—যদিচ পাতঞ্জলদর্শনে সে প্রভেদের গুরুত্বের প্রতি বড়-একটা ভ্রূক্ষেপ করা হয় নাই। কেন যে ভ্রূক্ষেপ করা হয় নাই তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে;—সে কারণ এই:—সাধনই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ভজন পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এইজন্য, ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি ভজনকে সাধনের একটি প্রবলতম সহায় বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় একমাত্র কেবল সত্য, তা বই, কোন বিশেষ দর্শনের বিশেষ সত্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এইজন্য, সাধনের গৌরবরক্ষার অনুরোধে ভজনকে তাহার উচ্চপদবী হইতে সরাইয়া রাখা বর্ত্তমান-স্থলে কোন গতিকেই মার্জ্জনীয় বলিয়া আদর পাইতে পারে না। সত্য এই যে, ভজন সাধনের একটি প্রবলতম সহায় তো বটেই, তা ছাড়া, ভজন সাধনের একটি অপরিহার্য্য মুখ্য অঙ্গ। ভজনবর্জ্জিত সাধন এক-প্রকার হৃদয়-বর্জ্জিত হস্ত—তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। যাহাই হো'ক্—ক্রিয়াযোগের সাধন এবং ভক্তিযোগের সাধন, দুই পরে পরে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; তাহা হইলেই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি কতদূর ফলদায়ক, তাহা আপনা হইতেই ধরা পড়িবে।

আত্মজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধন।

আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি দুইস্থানে দুইরূপ। যে স্থানে ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা হয়, সে স্থানে একরূপ, এবং যে স্থানে সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা হয়, সে স্থানে একরূপ। ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে সাধকের নিকটে আত্মশক্তির কার্য্যকারিতা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়; সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে সাধকের নিকটে ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়। দুই স্থানের দুইপ্রকার সাধনপদ্ধতির মধ্যে এইরূপ জন্মান্তিক প্রভেদ সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে এক জায়গায় ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, দুয়েরই সাধনীয় কার্য্য হ'চ্চে জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের একীকরণ।

ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট

করাই বা কিরূপ, আর, সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই বা কিরূপ, তাহার একটি মোটামুটি-রকমের উপমা দিতেছি, তাহা হইলেই দুয়ের মধ্যগত প্রভেদ সুস্পষ্ট রূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

একজন কাশ্মীরযাত্রী আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি কাশ্মীর দেখিতে চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস।" আমি বলিলাম "তথাস্তু।" অনতিপরে দুইজনে আমরা রেলগাড়ির দুইকোণে সুখাসীন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত হইলাম। কিন্তু রেলগাড়ির টিমাচালে আমার বড়ই দেক্ ধরিতে লাগিল। রেলগাড়িকে "দূর হ" বলিয়া এক ধাক্কায় দূরে সরাইয়া দিয়া মনোরথে আরোহণ করিলাম এবং চকিতের মধ্যে কাশ্মীরের রমণীয় উদ্যান-কাননে উপনীত হইয়া সুগন্ধ সমীরণ সেবন করিতে লাগিলাম। মনোরথের ধোঁয়াকলে ধোঁয়ার জোগাড় পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছিল— তাহার জন্য আমাকে ভাবিতে হয় নাই। অর্থাৎ কাশ্মীর যে কিরূপ চমৎকার স্থান, তাহা পরিব্রাজকের মুখে শুনিয়া-শুনিয়া আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই সকল শ্রুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত জোড়াতাড়া দিয়া চিদাকাশে (অর্থাৎ আত্মার জ্ঞেয়স্থানে) কাশ্মীরনগর উদ্ভাবন করিলাম; উদ্ভাবন করিয়া তাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। ইহারই নাম ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য-নিবেশ। কিয়দ্দিবস পরে আমি যখন সশরীরে কাশ্মীরে উপনীত হইয়া তথাকার সুরম্য নদ-নদী-গিরি-কাননের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম, তখন আমার নেত্রযুগল কি-যে স্বর্গভোগ করিতে লাগিল, তাহা বলিবার কথা নহে। ইহারই নাম সত্য-জগতে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা। রেলগাড়িতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে কাশ্মীর দেখিয়াছিলাম, তাহাও কাশ্মীর, এবং তাহার কিছুদিন পরে চক্ষু মেলিয়া যে কাশ্মীর দেখিলাম, তাহাও কাশ্মীর; দুই কাশ্মীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভাব-জগতের সে-যে কাশ্মীর, তাহা আমার আত্মশক্তিরই ব্যাপার; পক্ষান্তরে, সত্য-জগতের এ-যে কাশ্মীর, ইহা সাক্ষাৎ ঐশী শক্তির ব্যাপার। কাশ্মীর দর্শন যেমন দুইরূপ—(১) ভাব-জগতের কাশ্মীর-দর্শন এবং (২) সত্য-জগতের কাশ্মীর দর্শন; আত্মজ্ঞানও তেমনি দুইরূপ—(১) ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান এবং (২) সত্য জগতের আত্মজ্ঞান। পুনশ্চ ভাব-জগতের কাশ্মীরদর্শনে যেমন আত্ম-শক্তির প্রাধান্য এবং সত্য-জগতের কাশ্মীর-দর্শনে যেমন ঐশী শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ পায়; ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানে তেমনি আত্মশক্তির প্রাধান্য এবং সত্য-জগতের আত্মজ্ঞানে তেমনি ঐশী শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

প্রথমে, ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধন-পদ্ধতি কিরূপ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্। (এটা যেন মনে থাকে যে, দুই পদ্ধতিরই সাধনীয় কার্য্য একই; কি? না, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়স্থানে আনয়ন-পূর্ব্বক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের একীকরণ।)

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে যেরূপ ধারণা-ধ্যানের প্রণালী-পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে প্রথমে চিদাকাশের কোনো একটি বিন্দু-পরিমিত জ্ঞেয়স্থানে মনের লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। তাহার পরে পড়া মুখস্থ করিবার সময় বালক যেমন একই শব্দ পুনঃ-পুন উচ্চারণ করে, অথবা জপ করিবার সময় যেমন ভক্ত বৈষ্ণব বা শাক্ত একই বীজ-মন্ত্র পুনঃপুন উচ্চারণ করেন, তেমনি সেই লক্ষ্য বিন্দুটিতে মনকে পুনঃপুনঃ সন্নিবিষ্ট করিবে—যেন সেখান হইতে মন অন্য

কোনো স্থানে সরিয়া পলাইতে অবসর না পায়। দুই হ্রস্ব ই ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকিলে ক্রমে যেমন দুই ই মিলিয়া এক দীর্ঘ ঈ হইয়া দাঁড়ায়, এবং ই ই ই ই ক্রমগত উচ্চারণ করিতে থাকিলে ক্রমে যেমন দুই দীর্ঘ-ঈ মিলিয়া এক মহাদীর্ঘ ঈ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি সেই লক্ষ্য বিন্দুটিতে মন ক্রমাগত পরিচালিত হইতে থাকিলে ক্রমে মনের খণ্ড খণ্ড প্রযত্ন একতানে মিলিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-প্রবাহে পরিণত হইবে। তাহার পরে ধ্যানের সেই এক-টানা স্রোত লক্ষ্য-বিন্দুটির প্রতি এরূপ একাগ্রতা সহকারে অনন্য মানসে প্রধাবিত করিবে—যেন লক্ষ্য-বিন্দুটি ছাড়া অপর কোনো কিছুই জ্ঞেয়স্থানে তিলমাত্রও অধিকার না পায়। তাহা হইলে সমস্ত জানিবার বস্তু, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞাতা আপনি, সেই লক্ষ্য-বিন্দুটিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া যাইবে; তাহাতে দাঁড়াইবে এই যে, আত্মা জ্ঞাতৃস্থানে যেরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞেয়স্থানে সেইরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে? একটি হইতে আরেকটিতে যাওয়ার নাম পরিবর্ত্তন। কাজেই, যদি এরূপ হয় যে, জ্ঞানের সন্নিধানে একটি বস্তু ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বস্তুই প্রকাশ পাইতেছে না—তবে তাহারই নাম পরিবর্ত্তনীয়রূপে প্রকাশ-পাওয়া। তবেই হইতেছে যে, সাধকের সমস্ত মনোবৃত্তি যখন লক্ষ-বিন্দুটিতে সর্ব্বতোভাবে সমাহিত হয়, তখন আত্মা জ্ঞাতৃস্থানে যেরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞেয়স্থানে সেইরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রকাশিত হ'ন। ইহাই ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান।

ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি এই যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দৃষ্টিক্ষেত্রে আনয়ন না করিলে তাহার ভিতরকার অনেকগুলি কথা চাপা দেওয়া রহিয়া যাইবে; তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না। এইজন্য, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট দেখা হইয়াছে যে, ছুঁচের আর-সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদে কেবলমাত্র তাহার আগাটি যেমন ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে, তেমনি আত্মার সমস্ত কার্য্য এবং গুণ বাদে—জ্ঞান স্থানের শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞেয়-স্থানের প্রকাশ বাদে—কেবলমাত্র তাঁহার জ্ঞাতৃস্থানের সত্তাটি (শুদ্ধ কেবল আছি-মাত্রটি) ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, ছুঁচের সর্ব্বাবয়ব যখন আমার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে যেমন ছুচেঁর আগাটিও আমার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তেমনি আত্মার জ্ঞানস্থানীয় শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞেয়স্থানীয় গুণ প্রকাশ যখন আমার জ্ঞান সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে আত্মার জ্ঞাতৃস্থানীয় সত্তাও আমার জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হয়। তাহা যখন হয়, তখন আত্মার সবটা ধরিয়া আমি দেখি এই যে, আত্মা আত্মশক্তি খাটাইয়া জ্ঞাতৃস্থানের অপ্রকাশ হইতে জ্ঞেয়স্থানের প্রকাশে বাহির হইতেছেন; দেখি যে, আত্মশক্তির মূলস্থানে যে-আত্মা জ্ঞাতৃভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আত্মশক্তির ফলস্থানেও সেই-আত্মা জ্ঞেয়ভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। তবেই হইতেছে যে, আত্মশক্তির এ-পারে জ্ঞাতৃ-আত্মা এবং ও-পারে জ্ঞেয় আত্মা;—দুই আত্মা একই আত্মা। কেননা যে আত্মা মূলে অব্যক্ত ছিলেন—আত্ম-

শক্তির কর্ত্তৃত্ব-বলে সেই আত্মাই ফলে ব্যক্ত হইলেন। আত্মার সেই যে শক্তিস্ফূর্ত্তি, যাহার এ-পারে অব্যক্ত জ্ঞাতৃ-আত্মা এবং ও-পারে ব্যক্ত জ্ঞেয় আত্মা, সে শক্তিস্ফূর্ত্তি জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের সন্ধিস্থলে থাকিয়া দুয়েরই সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া একীভূত; তাহা জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সমস্তই একাধারে; কেননা, জ্ঞাতা তাহারই মূল-প্রান্ত, জ্ঞেয় তাহারই ফল-প্রান্ত, এবং জ্ঞান তাহাতেই ওতপ্রোত। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মশক্তির প্রাধান্যই ভাব-জগতের আত্ম-জ্ঞান-সাধনের গোড়ার কথা। অতঃপর সত্য-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধন-পদ্ধতি কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।—কিন্তু এবারে নয়;—বারান্তরে।

পুণ্যাহ।

(প্রেরিত।)

গত ১৯ ভাদ্রে প্রজাপালক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের কটক জেলার অন্তঃপাতি তালুক পাণ্ডুয়ার শুভ পুণ্যাহ-কার্য্য অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে কাছারী বাটীতে ব্রহ্মোপনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল। স্থানীয় লোক পূর্ব্ববৎ বহুল পরিমাণে আসিয়াছিল। স্থানীয় বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তনও হইয়াছিল।

এখানকার পুণ্যাহ অতি সমারোহ-ব্যাপার। পূর্ব্ব দিন হইতে নহবৎ বসিয়াছিল। নহবতের সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর আলাপে সমস্ত লোককে উৎসবে জাগাইয়া তুলে। এই উপলক্ষে অহোরাত্রব্যাপী আনন্দ উৎসব হয়। শুভ পুণ্যাহের দিনে স্থানীয় বহুসঙ্খক বাদ্যকর তাহাদের বিবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া, অতি উল্লাসের সহিত বাজাইয়াছিল। সুবিস্তৃত কাছারী বাটী শতদল পদ্ম, কুমুদ, কদম্ব এবং অন্যান্য পুষ্পে ও নানা প্রকার পল্লবে সুশোভিত হইয়াছিল। কাছারী বাটীর দ্বারের দুই পার্শ্বে মাঙ্গলিক পূর্ণ ঘট স্থাপনা করা হয়। ধূপ ধুনার গন্ধে কাছারী গৃহ আমোদিত এবং সভাস্থল ও বৃহৎ প্রাঙ্গণ লোকাকীর্ণ। সমাগত বালক ও বালিকাগণকে জলপান বিতরণ করা হয়। কাছারীর সদর ও মফস্বল কর্ম্মচারীগণকে এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হয়। স্থানীয় মল্লগণকে উৎসাহ দিবার জন্য অপরাহ্নে লাঠি ও তরবারি ক্রীড়া এবং প্রজারঞ্জনের জন্য দুই রাত্রি যাত্রা হইয়াছিল। ইহাতে প্রহ্লাদচরিত্র ও সীতার বনবাস অভিনীত হয়।

মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির পর উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হয়। সমাগত ব্যক্তিগণ সভাস্থলে স্থিরভাবে বসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে, যে প্রার্থনা করা হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে মঙ্গলাকর মহান্ পুরুষের ইচ্ছামাত্র এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহার শাসনে বায়ু, অগ্নি, মেঘ এবং সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্রাদি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাঁহার শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসরের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, যাঁহার নিয়মে বেগবতী নদী সকল পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া অসংখ্য জীব জন্তুদিগের কল্যাণ সাধন করিতেছে, যিনি আমাদের অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রীসকল ন্যায্য রূপে চিরকাল বিধান করিতেছেন; যিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনা

সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন, যিনি মনুষ্যের আত্মাতে ধর্ম্মাবহ রূপে অবস্থিতি করিয়া নিয়ত ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, যিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, এবং আত্মার আত্মা; যিনি এই নিখিল বিশ্বের অধিপতি—রাজাধিরাজ, তিনি আমাদের সেবনীয়, তিনি আমাদের স্তবনীয়, তিনি আমাদের পরম পূজনীয়। এই শুভ দিনে ও শুভ ক্ষণে সেই জগৎ-প্রসবিতা পরব্রহ্মের পূজা করিবার জন্যই আজ আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হই-য়াছি, তাঁহার চরণে ভক্তি পূর্ব্বক প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্যই আজ আমরা সকলে এখানে একত্রিত হইয়াছি। হে—শরণাগতবৎসল! তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর; তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। তুমি আমাদের অন্তঃকরণে প্রীতিভক্তি জাগাইয়া দাও।

হে প্রেমময়, মঙ্গলময় প্রভো! আমরা তোমারই অপার করুণাবলে গত বৎসর সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদ্য সুস্থ শরীরে নববর্ষে উপনীত হইয়াছি। তজ্জন্য তোমাকে বারবার ধন্যবাদ প্রদান করি, তজ্জন্য আমরা তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

হে, করুণাময় পিতা, তোমার পূজায় যোগদান করিবার জন্য অদ্য আমাদের মফস্বলস্থ সমস্ত কর্ম্মচারী এখানে আগ-মন করিয়াছেন। তোমার পূজা সন্দর্শন করিবার জন্য অদ্য সমস্ত প্রজা তাহাদের বালকগণ সহ এখানে সমাগত হইয়াছে। বাস্তবিক আজ আমাদের কি আনন্দের দিন। এরূপ বিমল আনন্দ বর্ত্তমান বৎ-সরের মধ্যে আর আমাদের ভাগ্যে ঘটি-বেক না। হে প্রজাপতি! তুমি তোমার প্রজাগণকে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মারীভয় প্রভৃতি সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, তোমার অভয় চরণতলে স্থান দাও। আমাদের প্রজাপালক ও আশ্রিতবৎসল পুণ্যবান রাজার আরো দীর্ঘায়ু প্রদান কর, তাঁহার পরিবারবর্গের মঙ্গলবিধান কর। আর আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আগামী বৎসরের পুণ্যাহ দিবসে দ্বিগুণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রীতিভরে তোমার পূজায় যোগদান করিতে পারি। হে দেব! তোমার অপার করুণাবলে বর্ত্তমান বৎসর অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এপ্রদেশে বৃষ্টি হইতেছে। বৃষ্টির ফলে ধরিত্রী নানা প্রকার ঔষধি ও বনস্পতি বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সম-স্তই শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হে পিতা! তুমি কৃপা করিয়া আর এক মাস-কাল এখানে সুবৃষ্টি প্রদান কর, দরিদ্র কৃষকগণ তাহাদের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর পরিমাণ শস্য লাভ করিয়া শত কণ্ঠে তোমার যশ গান করুক।

হে সমাগত প্রজাবর্গ! তোমরা স্ত্রী পুত্র কন্যা বিষয় সম্পত্তির মধ্যে থাকিয়া, তো-মাদের সেই নিত্যসখাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিও না। স্ত্রী পুত্র কন্যা বিষয় সম্পত্তি সমস্তই অনিত্য, এ সংসারে এই সমস্ত প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্যই বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম সেই নিত্যসখার সহিত ইহকালে কি পরকালে কখনই বিচ্ছেদ হইবে না। কেবল বিষয়-সুখে আত্মার তৃপ্তি হয় না। বিষয়সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর, কখনও বা ধর্ম্মের অনু-কূল, কখনও বা ধর্ম্মের প্রতিকূল। কিন্তু সেই চিরসখাই আমাদের তৃপ্তির একমাত্র স্থল। অতএব পাপাচরণ হইতে বিরত থাকিয়া, পবিত্র হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ কর, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। যদি

সেই চিরসখা সকলমঙ্গলাকর পরমেশ্বরকে লাভ করিতে চাও, তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরিত্যাগ কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা সেই সত্যের সত্য—ধ্রুব সত্য পরমেশ্বরকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। শান্ত সমাহিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব প্রতীতি করিতে চেষ্টা কর। তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া, পাপচিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল শুভকর্ম্ম করিতে যত্নশীল হও। সমুদয় হৃদয়, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা তাঁহাতে সমর্পণ কর, তিনি শরণাগতবৎসল! তোমরা তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের আত্মাতে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিবেন, তিনি তোমাদের হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে তোমাদের দগ্ধ আত্মা অবশ্যই শীতল হইবে, তোমাদের আত্মা পুণ্যজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইবে। তাহা হইলে তোমরা পাপ, তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, প্রেমাস্পদকে লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবে।

হে পরমাত্মন্! এ সংসারে তুমিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন, জন সমস্তই দিয়াছ, কিন্তু তোমাকে ভুলিয়া কেবল তাহাদের লইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিলে আমাদের কি হইল? আমরা পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যদি তোমাকে না জানিলাম, তোমার প্রেমে যদি মগ্ন না রহিলাম এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ যদি না করিলাম, তবে আমাদের অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হইবেক। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া কিম্বা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া, মনুষ্যের আত্মা কি কখন তৃপ্ত হইতে পারে? মনুষ্য কেবল অর্থসংগ্রহ ও ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? কখনই নহে। হে পরমাত্মন্! আমরা সংসারের বিষয়রাশিতে সুখাশা করিয়া পদে পদেই প্রতারিত হইতেছি। হে মঙ্গলময় প্রভো! তুমি আমাদের অন্তরে অক্ষয় বল ও অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা সঞ্চারিত করিয়া দাও, যাহাতে আমরা সংসারের মধ্যে থাকিয়া তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করত আমাদের কৃত সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। হে পিতঃ আমরা কেবল ধন, জন, মান ও যশের প্রার্থী নহি, আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার চরণে প্রণতিপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের দিব্য জ্ঞান দাও, শুদ্ধ প্রীতি দাও, ধৈর্য্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা ও সন্তোষ প্রদান কর। এবং পরকালে তোমার সুশীতল পদছায়ে আমাদিগকে স্থান দাও। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রেরিত।

গত ২০ শে আশ্বিন বুধবার কাল্না ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব যথা নিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় আসিয়াছিলেন ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা, বক্তৃতা, গান ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, সায়ংকালেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

বৈকালে সমাগত দরিদ্রগণকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়, তৎপরে অতি উৎ-

সাহের সহিত নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে।

আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতা ও উপদেশাদি বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

দিবা ভাগে বৃষ্টি ও ঝড় হওয়া সত্ত্বেও অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন, সায়ংকালে আরো অধিক লোক হইয়াছিল।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭০২৸৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬০৫। ৩
সমষ্টি	...	১৩০৮ ৶৬
ব্যয়	...	৬৭৭।/৩
স্থিত	...	৬৩০৸৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১৩০৸৵৩

৬৩০৸৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৭০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৬০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৲

৩৭০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯০৸/০
পুস্তকালয়	...	১৮॥/০
যন্ত্রালয়	...	২২১৸/৩
গচ্ছিত	...	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৸০
সমষ্টি		৭০২৸৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৮৬৲৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৬।৵০
পুস্তকালয়	...	।৵০
যন্ত্রালয়	...	২৪৪॥৬
সমষ্টি		৬৭৭।/৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXVII.

Divine Forgiveness.

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

"They who know God become immortal."

God is the life of the soul; He is its light, and He is its nectar. The soul loses all its animation and is plunged in the ocean of sadness when it feels His absence. The very sight of God brings new life to the soul, and knowing Him to be its only goal, it becomes fearless. The soul is, as it were, pervaded with honey when God is revealed in it. The soul so honied feels blessed when it realizes God to be sweet as honey, nay, to be sweetness itself. It then beholds the whole universe to be luminous with the light of God's goodness. To it the sun and the moon, the earth, the sea, the river—all become as sweet as honey. Such a soul becomes absolutely sure of the gift of immortality by establishing steady communion with that Being who is immortality itself.

Shame on the life of the man who has not striven to see God in the soul, who has remained ever estranged from Him, and who has wasted his days in the service of the world and neither worshipped Him with love nor performed the works which He loveth. There is no end to his miseries; he has to step down to a fresh distress after he has surmounted one, and has to confront a fresh famine after he has overcome one. Of what profit is the life of such an individual—a life so low, so degraded and so much like that of a beast! Should our little, unholy heart remain little and unholy all through our life? Where shall we find peace, if, besieged by sin and affliction, misery and distress, we fail to depend on that Being who is holiness itself? It is for us that the sun, the moon and the stars shed their lustre; the wind blows tirelessly and thereby preserves our life; the rain renders the earth fertile and thus contributes to the nourishment of our body; and we are sorrounded by numerous objects for which we feel a natural desire. But are these enjoyments the sum-total of our being? Should we fail to offer gratitude to God in the midst of all our enjoyments? The earth as it goes round the sun in silence, obtains light from it. Should we be like the earth and enjoy unconsciously the God-given objects of our desires? Or should the voice of gratitude swell up from our throat and make the whole universe echoe with it?

He who is divorced from God can not feel in his heart the Power which is beyond the reach of death—the Power which can bring back life into the dead. The want of the Immortal Being makes him feel the world as desolate as a cremation-ground. It is the image of death only that he then perceives everywhere, and that does not give rise to the idea of the Immortal in his mind. He sees only the bones, skin and flesh of which the body is composed, but not the Soul of his inner being: to him is not revealed the next world. Worldly infatuation makes him imagine that the life of man does not extend beyond the

life here on earth and that death is the termination of life. The apparent triumph of sin and the defeat of virtue that he now and then sees in this world renders him incapable of conceiving the undecaying Justice of God who is the source of all virtue. He can have no vision of the land where all misery the virtuous suffer here will come to a close and where all injustice and tyranny will be punished. Therefore, all that happen are riddles to him.

Death is no respector of persens ; it attacks the rich and the poor, the sinner and the righteous. He who now sleeps on the bed of gold, and regales his ears with the sweet music of the lute, the flute and the 'Mridanga', and fances that his pleasure will never end, will be robbed by death of all the ornaments of enjoyment that adorn his body, and he will lie a corpse on the cremation-ground. When he sees his face in the mirror he can not imagine that it can lose its lustre any day. If ever he remembers death and asks himself, "Is death the end or does existence continue after it ?" he gets no response to this query from his soul, shrouded as it is by the clouds of infatuation. He waits for days and days for intimations of what comes after death, yet none brings to him any news thereabout. If he goes to people for knowledge about the destiny of man, one says, 'The soul of man ascends to the moon and after enjoying there the rewards of its virtues, has to return to this world" ; another says, "God will confer on the righteous the bliss of an everlasting Heaven, while the sinful He will scorch eternally with the fiery torments of hell." But responses like these do not banish his fears. Which of these conflicting opinions should he accept ? In whose words should he repose his trust ? The gloom of such doubt we can not drive away, if the light of God is not manifested in our soul and if we do not commune with Him. When we establish communion with the Divine Spirit, when His goodness is reflected on our soul, the darkness of scepticism does no longer shroud our heart. Then we realize without any exertion of the understanding that the bond of union between God and our soul shall last for ever. Than we can declare without the least lingering doubt in our mind, "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি," they who know Him become immortal, If we then do not know all about what awaits us after death, we know this much that we shall ever live under the shelter of God only, and that we shall be translated after death to higher spheres of existence where we shall attain a progress commensurate with the knowledge, righteousness, and love that we may have acquired here. If we pervert ourselves by insidious sins and depart from this world without placing ourselves under the refuge of God, then surely in the next world ours will be a downward destiny, but sanctified by the retribution dictated by Divine justice, we shall return to His path of righteousness. In the dominion of the Infinitely Good there is no eternal hell, Can He who is our Supreme Father and who punishes us only that we may return to His path, consume the sinful among us in an eternal hell ? If this be true, all else is false. When we repose faith in Him who is goodness itself, we can not imagine that He will let sin triumph and let good be defeated, and suffer us to be burnt in hell-fire for eternity. Though we may not be able to understand the meaning of disease and sin and woe and suffering that begirt us, yet we know it to be certain that God will not let his

creation to come to naught. He will let good triumph by all means. He will not forsake a single creature that exists in His creation. He will for ever lead all from one stage of progression to another. He will draw all towards Him—the righteous by flooding them with bliss upon bliss and the sinful by inflicting sorrow, pain and retribution upon them.

Thus, he who establishes soul-communion with God, is not frightened by the approaching hand of death. He in whose heart the light of God shineth as the lamp to illumine the darkness around, sees every thing by its aid. He beholdeth his Supreme and Ultimate Goal and becomes fearless. He yearns to be released from the cage of the body and to soar to God, like the cage-confined bird that longs for the joy of flying about the region of a forest. The sight of the bright face of God renders his knowledge bright. The divine light that illumines his heart makes visible to him the luminous sphere beyond death which is the abode of the Divine Spirit. By obtaining God he gains the light that is the illuminer of all darkness. One glimpse of the Divine light inspires in us a faith which the reading of hundreds of books or the hearing of hundreds of sermons can not instil into us; one glimpse of the light of God opens the eyes of the soul. A slight taste of the nectar of the joy of God destroys heaps of the poison of sin in us; whenever we commune with God we obtain a foretaste of salvation. He who has obtained one single vision of the Supreme Spirit is always animated by the hope of obtaining day by day more and more close vision of Him. To him danger is but safety, and death but the stepping stone to immortality. To him who is eager to have his doubts about the existen ceof the next world set at rest I can say only this; "Approach God with a pure heart, behold His image of goodness, and most surely wilt thou be free from your doubts," "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।" The sight of God loosens the knots of the heart and disperses all doubts. We need not despair, though we are contaminated by sin. God accepts us if we place ourselves under His protection with a penitent heart. He wills that we may be delivered from sin and suffering. If we, impelled by the desire of being delivered from sin and suffering, seek the protection of God, our desire must be fulfilled, for should a desire so holy is not fulfilled, what other desire is there which would deserve to be granted? When we seek the shelter of God, He assures us that we need have no cause of fear saying, "Beloved, fear not, for I will accept thee." When we stand at His door where there is fearlessness, He does dot drive us away. Whether in this world or anywhere else, wherever we shall place ourselves under His shelter, and under whatever circumstances, He will wipe off our tears of repentance and engird us within His embrace. The shadow of His goodness he will extend to all—to the sinners, the sufferers from woe, the godly and the ungodly. Who knows what treasures of bliss will the Divine Mother bestow upon us when She has gathered us in Her blessed immortal abode?

O Supreme Spirit, Thou hast sent us to this world to live under Thy protection and to love Thee and do Thy work. Trained in this life, we shall ascend to higher spheres of existence and ever advance towards Thee. May we never through our fault be deprived of the imperishable, priceless bliss that Thou hast treasured for us. May we bring to and lay at Thy feet our soul

after we have ennobled and purified it. May we be able to replace in Thy hands the invaluable rights and privileges that Thou hast conferred on us. Unless Thou helpest us, our efforts can accomplish nothing. We therefore pray for Thy undecaying help: lead us Thou to Thy blessed path.

A RARE CHANCE.

The Manufacturers of Dentol (an excellent Tooth Powder) or Removeline (the painless Hair-removing Oil), with a view of introducing their speciality in India and abroad, will give Rs. 50,500 in Cash to the *first*, 7,164 purchasers.

					Rs.	Rs.
1st	prize for	1st	purchaser		10,000	10,000
2nd	,,	2nd	,,		5,000	5,000
3rd	,,	3rd	,,		2,000	2,000
4th	,,	4th	,,		1,000	1,000
10	prizes	5th	to 14th	Each	500	5.000
50	,,	15th	to 64th	,,	100	5,000
100	,,	65th	to 164th	,,	50	5,000
200	,,	165th	to 364th	,,	25	5,000
300	,,	365th	to 664th	,,	10	3,000
500	,,	665th	to 1,164th	,,	5	2,500
1,000	,,	1,165th	to 2,164th	,,	2	5,000
5,000	,,	2,165th	to 7,164th	,,	1	5,000

The above amount will be divided when 90,000 bottles will be sold. Price, each bottle, Re. 1. The result will be published in the leading newspapers, and due information will also be given to the purchasers.

RAM DHAN,

BANKER & GENL. SUPPLIER, LAHORE.
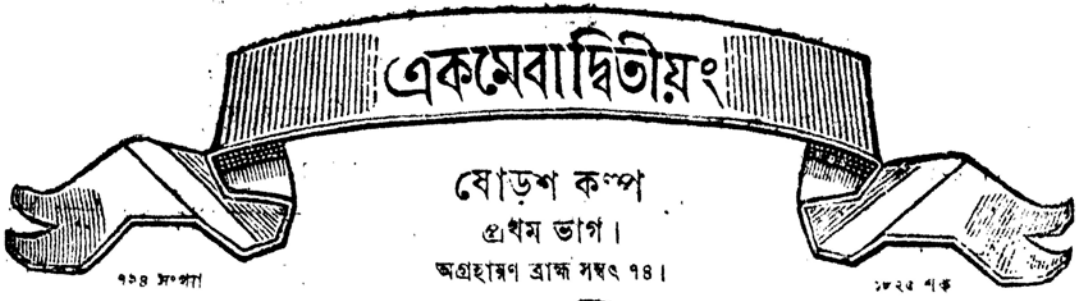
ষোড়শ কল্প

প্রথম ভাগ।

৭৩৪ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪। ১৮২৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি। ১।

'বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ' বলমিত্যন্নোপযোগজনিতং মনসো বিজ্ঞেয়ে প্রতিভানসামর্থ্যং। অনশনাদৃগাদীনি ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতিশ্রুতেঃ। শরীরেঽপি তদেবোত্থানাদিসামর্থ্যং 'অপি হ শতং বিজ্ঞানবতাং একঃ বলবান্ আকম্পয়তে' যস্মাদেবমন্নাদ্যুপযোগনিমিত্তং বলং তস্মাৎ 'সঃ' পুরুষঃ 'যদা বলী ভবতি' বলেন উত্থান্ ভবতি 'অথঃ উত্থাতা ভবতি' 'উত্তিষ্ঠন্' 'পরিচরিতা' আচার্য্যস্ত শুশ্রূষায়াঃ কর্ত্তা 'ভবতি' 'পরিচরণ্' 'উপসত্তা' অন্তরঙ্গঃ প্রিয়ঃ 'ভবতি' 'উপসীদন্' সামীপ্যং গচ্ছন্ চোপদেষ্টুঃ 'দ্রষ্টা' 'ভবতি' ততস্তদুক্তস্য 'শ্রোতা ভবতি' 'মন্তা ভবতি' 'বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি' 'বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি' 'বলেন অন্তরিক্ষং বলেন দ্যৌঃ বলেন পর্ব্বতাঃ বলেন দেব- মনুষ্যাঃ বলেন পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলকং' 'বলেন লোকঃ তিষ্ঠতি' 'বলং উপাস্স্ব ইতি'। ১।

বল বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ। এক শত বিজ্ঞানবানকেও একজন বলী আকম্পিত করিতে পারে। মনুষ্য যখন বলবিশিষ্ট হয় তখন উত্থান করিতে পারে। উঠিয়া গুরুর পরিচারণা করে, পরিচারণা করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ হয়। অন্তরঙ্গ হইয়া তদুপদেশের শ্রোতা হয়, মন্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্ত্তা হয়, জ্ঞাতা হয়। বলে পৃথিবী স্থিতি করে, বলে অন্তরিক্ষ, বলে দ্যুলোক, বলে পর্ব্বত সকল, বলে দেব মনুষ্য, বলে পশু, পক্ষী, তৃণ বনস্পতি, শ্বাপদ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্য্যন্ত এবং বলে লোক স্থিতি করে। অতএব বলের উপাসনা কর। ১।

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যোবলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তিভগবো বলাদ্ভূয় ইতি

বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবানব্রবী-ত্বিতি। ২। ৮।

'সঃ যঃ বলং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে যাবৎ বলস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি' 'যঃ বলং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ বলাৎ ভূয়ঃ ইতি' 'বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান ব্রবীতু ইতি'। ২।৮।

যিনি বল-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যাবৎ বলের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায়, তাবৎ ইহাঁর গোচর হয়—যিনি বল-ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়, বল হইতেও কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার কহিলেন, বল হইতেওশ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি দশ-রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽ-শ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্ত্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্য-থাঽন্নস্যায়ে দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্বেতি। ১।

'অন্নং বাব বলাৎ ভূয়ঃ' বলহেতুত্বাৎ। কথমন্নস্য বলহেতুত্বমিত্যুচ্যতে 'যস্মাৎ' বলকারণমন্নং 'তস্মাৎ যদ্যপি' কশ্চিৎ 'দশরাত্রীঃ ন অশ্নীয়াৎ' সোঽন্নোপযোগনিমিত্তস্য বলস্য হান্যা ম্রিয়তে নচেৎ ম্রিয়তে 'যদি উ হ জীবেৎ অথবা' স জীবন্নপি 'অদ্রষ্টা অশ্রোতা অমন্তা অবোদ্ধা অকর্ত্তা অবিজ্ঞাতা ভবতি' 'অথ' 'অন্নস্য আয়ে' অন্নস্যায়ী আগমনমায়োঽন্নস্য প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ সা যস্য বিদ্যতে সোঽন্নস্য আয়ী। একারমীকারত্বেন বিপরিণম্য ইণপ্রত্যয়াজীকারাৎ। 'দ্রষ্টা ভবতি' 'শ্রোতা ভবতি' 'মন্তা ভবতি' 'বোদ্ধা ভবতি' 'কর্ত্তা ভবতি' 'বিজ্ঞাতা ভবতি' 'অন্নং উপাস্ব ইতি'।১।

বল হইতে অন্ন শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বলের কারণ অন্ন, সুতরাং যদি কেহ দশ-রাত্রি আহার না করে এবং উপবাস হেতু না মরিয়াও জীবিত থাকে, সে অদ্রষ্টা হয়, অশ্রোতা হয়, অমন্তা হয়, অবোদ্ধা হয়, অকর্ত্তা হয়, অবিজ্ঞাতা হয়। আর অন্নাহারী দ্রষ্টা হয়, শ্রোতা হয়, মন্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্ত্তা হয়, বিজ্ঞাতা হয়, অতএব অন্নের উপাসনা কর। ১।

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিদ্ধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইত্যন্না-দ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি। ২।

'সঃ যঃ অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে অন্নবতঃ বৈ সঃ লোকান্' 'পানবতঃ' প্রভূতোদকাংশ্চান্নপানয়োর্নিত্যসম্বদ্ধাল্লোকান্ 'অভিসিদ্ধ্যতি' প্রাপ্নোতি। 'যাবৎ অন্নস্য গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি' 'যঃ অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ অন্নাৎ ভূয়ঃ ইতি' 'অন্নাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি'। ২।

যিনি অন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি অন্নবিশিষ্ট এবং উদকবিশিষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। যতদুর অন্নের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায়, ততদুর তাঁহার গোচর হয়—যিনি অন্নব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়, অন্ন হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, অন্ন হইতেও শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

আপো বা অন্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্ত্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্দ্যৌর্যৎ-পর্ব্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎপশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গবিপী-লকমাপ এবেমা মূর্ত্তা অপ উপাস্বেতি।১।

'আপঃ বা অন্নাৎ ভূয়ঃ' অন্নকারণত্বাৎ। যস্মাদেবং

'তস্মাৎ' 'যদা' যস্মিন্‌ কালে 'সুবৃষ্টিঃ ন ভবতি' তদা 'ব্যাধীয়ন্তে প্রাণাঃ' দুঃখিনোভবন্তি। কিন্নিমিত্তমিত্যাহ 'অন্নং' অস্মিন্‌ সংবৎসরে নঃ 'কনীয়ঃ' অল্পতরং 'ভবিষ্যতি ইতি' 'অথ' পুনঃ 'যদা সুবৃষ্টির্ভবতি' তদা 'আনন্দিনঃ' সুখিনঃ 'প্রাণাঃ' প্রাণিনঃ 'ভবন্তি' 'অন্নং বহু ভবিষ্যতি ইতি' 'আপঃ এব ইমা মূর্ত্তা যা ইয়ং পৃথিবী যৎ অন্তরিক্ষং যৎ দ্যৌঃ যৎপর্ব্বতাঃ যৎ দেবমনুষ্যাঃ যৎ পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলকং আপঃ এব ইমা মূর্ত্তাঃ' অতঃ 'অপ উপাস্ব ইতি'। ১।

জল অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু যে সময়ে সুবৃষ্টি না হয়, প্রাণী সকল অন্ন অল্প হইবে ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হয়। আর যখন সুবৃষ্টি হয় প্রাণী সকল প্রভূত অন্ন হইবে ভাবিয়া আনন্দিত হয়। অতএব এই যে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্ব্বত সকল, এই যে দেব মনুষ্য, পশু পক্ষী, তৃণবনস্পতি, শ্বাপদ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা, ইহারা মূর্ত্ত জলই। অতএব জলেরই উপাসনা কর।

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্ব্বান্‌ কামাংস্তৃপ্তিমান্‌ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথা কামচারোভবতি যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইত্যদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্‌ ব্রবীত্বিতি। ২।১০

'সঃ যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে আপ্নোতি সর্ব্বান্‌' 'কামান্‌' কাম্যান্‌মূর্ত্তিমতো বিষয়ান্‌ 'তৃপ্তিমান্‌ ভবতি' 'যাবৎ অপাং গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ ইতি' 'অদ্ভ্যঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্‌ ব্রবীতু ইতি'। ২।১০

যিনি অপ-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি কামনার বিষয় সকল প্রাপ্ত হন এবং তৃপ্তিমান্‌ হন। যতদূর অপের গোচর ততদূর তাঁহার গোচর হয়—যিনি অপব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়, জল হইতে কি শ্রেষ্ঠ আছে? সনৎকুমার বলিলেন, জল হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২। ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

তেজো বাঽদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমুপগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজএব তৎপূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্দ্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজএব তৎপূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্বেতি। ১।

'তেজঃ বা অদ্ভ্যঃ' তেজসোঽপ্‌কারণত্বাৎ যস্মাদদ্ভ্যো নিষ্ণেজস্তস্মাৎ 'তৎ বৈ এতৎ' তেজঃ 'বায়ুং উপগৃহ্য' অবষ্টভ্য আত্মনা নিশ্চলীকৃত্য বায়ুং 'আকাশং' 'অভি' ব্যাপ্নুবৎ 'তপতি' যদা 'তদা' আহুর্লৌকিকা 'নিশোচতি নিতপতি' সন্তপতি দেহান্‌ অতঃ 'বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি' 'তেজঃ এব তৎ পূর্ব্বং' আত্মানমুদ্ভূতং 'দর্শয়িত্বা' 'অথ' অনন্তরং 'আপঃ সৃজতে' কিঞ্চান্যৎ 'তৎএতৎ' তেজএব স্তনয়িতু রূপেণ বর্ষহেতুর্ভবতি। কথং উর্দ্ধ্বাভিঃ চ' ঊর্দ্ধ্বগাভির্বিদ্যুদ্ভিঃ 'তিরশ্চীভিঃ চ বিদ্যুদ্ভিঃ' 'আহ্রাদাঃ' স্তনয়িত্নুশব্দাঃ 'চরন্তি'। 'তস্মাৎ আহুঃ বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি' 'তেজঃ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বা অথ আপঃ সৃজতে' 'তেজঃ উপাস্ব ইতি'। ১।

তেজ জল হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া যখন আকাশ ব্যাপিয়া তাপ দেয় তখন লোকে সন্তপ্ত হইয়া বলে শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর বৃষ্টি হয়। তেজই কারণ রূপে আপনাকে প্রদর্শন করাইয়া জলের সৃষ্টি করে। সেই তেজই উর্দ্ধভাবে, বক্রভাবে, বিদ্যুৎরূপে বিচরণ করিয়া গর্জ্জন করে। অতএব লোকে বলে, বিদ্যুৎ হইতেছে, চমকিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে। তেজই কারণ রূপে আপনাকে প্রদর্শন করাইয়া জলের সৃষ্টি করে। তুমি তেজের উপাসনা কর। ১।

স যস্তেজোব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্‌ ভাস্বতোঽপহততমস্কান্‌-

ভিসিদ্ধ্যতি যাবত্তেজসোগতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি যস্তেজোব্রহ্মেত্যুপাস্তে-হস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি তেজসোবাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।২।১১

'সঃ যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'তেজস্বী বৈ সঃ' ভবতি। 'তেজস্বতঃ লোকান্' 'ভাস্বতঃ' প্রকাশবতঃ 'অপহততমস্কান্' বাহ্যানাধ্যাত্মিকানজ্ঞানাদ্যপহততমস্কান্ অপনীতবাহ্যাধ্যাত্মিকাদিতমস্কান্ 'অভিসিদ্ধ্যতি'। 'যাবৎ তেজসঃ গতং তত্র অস্য যথা কামচারঃ ভবতি যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অস্তি ভগবঃ তেজসঃ ভূয়ঃ ইতি তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি' । ২ । ১১

যিনি তেজোব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি তেজস্বী হন। তিনি অন্ধকাররহিত দীপ্তিমান তেজস্বী লোকে প্রবেশ করেন। যে পর্য্যন্ত তেজের গোচর, কামচারী রাজার ন্যায় ততদূর তাঁহার গোচর হয়—যিনি তেজোব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, মহাশয়, তেজ হইতেও কি শ্রেষ্ঠ আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। নারদ বলিলেন, মহাশয় তাহা আমাকে বলুন। ২ । ১১

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শক ১৮২৫। ১৮ই কার্ত্তিক, বুধবার।

চরিত্র।

যেমন আকাশের গৌরব চন্দ্রমা, সরোবরের গৌরব শতদল পদ্ম, তেমনি মনুষ্য জীবনের গৌরব চরিত্র। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বভাবতই সচ্চরিত্র ; তাঁহাদের হৃদয় ও মন স্বভাবতই উন্নত সংভাবসম্পন্ন। কিন্তু সকলেই কিছু স্বভাবতঃ সৌভাগ্যবান্ নহে, অভ্যাসও দ্বিতীয়স্বভাব। বাল্যকাল হইতে যার সম্মুখে ভাল আদর্শ থাকে, যে ভাল শিক্ষা পায়, তার কুপ্রবৃত্তির দমন ও সুপ্রবৃত্তির প্রসার হইয়া থাকে। তরুণ শাখাকে বক্র করিয়া দাও, সে পরেও বক্র থাকিবে, সোজা রাখ পরেও সোজা থাকিবে ; সেই রূপ সুকুমারমতি বালককে সোজা পথে চলিতে যত্নের সহিত শিক্ষা দাও, সে যৌবনে বাঁকা পথে—অপথে কখনই চলিবে না। তার মন যদি স্বভাবতঃ কঠিনও হয়, তথাপি অভ্যাস দ্বারা পুনঃ পুনঃ সৎকথা শ্রবণ ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা কোমল ও সৎভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাল্মীকি স্বভাবতঃ দুঃস্বভাব-সম্পন্ন ও কঠিন-হৃদয় ছিলেন, কিন্তু তপস্যা দ্বারা কোমল-হৃদয় ও জগতের আদর্শ হইয়াছিলেন। সক্রেটিস স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তিনি তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে সংযত করিয়াছিলেন। অভ্যাসের শক্তি বড় প্রবল। প্রথমে ইহার বল বুঝা যায় না, কিন্তু শেসে বেশ্ বুঝা যায়। প্রথমে ইহাকে মাকড়শার জালের সূত্রের ন্যায় বোধ হয়, পরে জানিতে পারা যায়, যে ইহা লৌহ শৃঙ্খল অপেক্ষাও কঠিন। বরফ পড়িবার সময় সূত্র-স্তবকের ন্যায় পড়ে, পরে ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে পরিশেষে প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার ধারণ করে, তখন আর সরাইয়া দেয় কাহার সাধ্য, সেইরূপ অল্পে অল্পে সৎভাব অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিলে তাহা হৃদয় মনে চির-মুদ্রিত হয়। উপর হইতে বার বার ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া পাতর ক্ষয় হইয়া যায় ; কেন হয় ? বড় জোরে পড়ে বলিয়া হয় তাহা নহে, অনবরত পড়ে বলিয়া হয়। সেই রূপ নিয়তকাল কুপ্রবৃত্তি দমন করিবার অভ্যাস করিলে তাহাও অপসারিত হইয়া থাকে। তখন হৃদয় মন রাহুমুক্ত চন্দ্রমার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অতএব অভ্যাস 'দ্বিতীয়স্বভাব, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

যে মনুষ্য স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র তাঁহাকেও সাবধান থাকিতে হয়। যোদ্ধার তরবাল সুতীক্ষ্ণ থাকিলেও তাহা মধ্যে মধ্যে মার্জ্জিত করিতে হয়, তবে কার্য্যকর হয়। অতএব সাধন এক স্বতন্ত্র পদার্থ। যে ব্যক্তি সাধনবলে চরিত্রবান্ সে স্বভাবতঃ চরিত্রবান্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। চরিত্রবান্ হইতে হইলে সত্য, ন্যায়পরতা, দয়া, নির্লোভতা, সৎসাহস, বিনয় স্নেহ ভক্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। হিতাহিত জ্ঞানকে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উপদেষ্টা স্বরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। একমাত্র তাহার কথা শুনিবার অভ্যাস করিলেই আমাদের সমুদায় সৎবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি কতকগুলি চরিত্রবান্ লোকের কথা বলিতেছি।

একজন লোক একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পিয়ারাগুলি আত্মসাৎ করিতে পারিলে না কেন? কেহ ত সেখানে দেখিবার ছিল না। বালক উত্তর করিল, হাঁ ছিল বৈ কি। কে ছিল? বালক বলিল, কেন? আমি আপনাকে আপনি দেখিবার ছিলাম। আমি অসৎ কার্য্য করিয়াছি, ইহা আমি কোন কালে মনে জ্ঞানে জানিতে ইচ্ছা করি না।

ভীষ্ম সত্যবতীর পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পিতৃবিয়োগান্তে তিনি সিংহাসনে বসিবেন না, এবং বিবাহও করিবেন না। কিন্তু সত্যবতীর দুই পুত্রই যখন মরিয়া গেল, তখন সত্যবতী নিজেই ভীষ্মকে দারপরিগ্রহ করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইতে আদেশ করিলেন। চরিত্রবান্ ভীষ্ম কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। কি স্বার্থত্যাগ! কি সত্যানুরাগ!

নির্লোভ ওয়েলিংটনের কথা বলিতেছি। দক্ষিণাত্যে আসাই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে একদা প্রাতঃকালে হায়দ্রাবাদ-রাজের প্রধান মন্ত্রী ওয়েলিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বলিলেন, আমি আপনার নিকট গোপনে জানিতে ইচ্ছা করি, মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ ও নিজামের মধ্যে সন্ধি হইবে, আপনিই তাহার বিধাতা। তন্মধ্যে আমার প্রভুর জন্য আপনি কোন্ কোন্ প্রদেশ রাখিয়াছেন? এবং কি কি সুবিধারই বা ব্যবস্থা করিয়াছেন? বলিলে আমি আপনাকে দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। ওয়েলিংটন বলিলেন আমি যদি সে গোপন কথা আপনাকে বলি, আপনি গোপনে রাখিতে পারিবেন? মন্ত্রিবর বলিলেন, খুব পারিব। কখনই গোপন কথা প্রকাশ করিব না। তখন ওয়েলিংটন বলিলেন, তবে আমি গোপন কথা প্রকাশ করিব কেন? দশ লক্ষ টাকা তৃণবৎ তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ইহারই নাম চরিত্র। ওয়েলিংটন যে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে বীর তাহা নহে, তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রেও বীর ছিলেন। এই রূপে মারকুইস অফ ওয়েলেস্‌লী, সার চার্লস ন্যাপিয়ার প্রভৃতি ভারতে নির্লোভতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮৫২ খৃঃ ২৭এ ফেব্রুয়ারী যখন আমেরিকার উপকূলে বারকেন্‌হেড জাহাজ ডুবিয়া যায়, তখন ইংরেজ সৈনিকেরা সচ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। তৎকালে বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজস্থিত ছোট ছোট নৌকা ভাসাইয়া প্রেরণ করা হইল। পরে জাহাজের কর্ত্তা ভাল বিবেচনা করিতে না পারিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, যারা যারা সাঁতার জান, জলে লাফাইয়া ঐ সকল ছোট ছোট নৌ-

ক্ষায় উঠিয়া পড়। তখন কাপ্তেন রাইট চীৎকার করিয়া বলিলেন, না না তা হবে না, তাহা হইলে সকলেরই প্রাণ যাইবে। তখন সৈনিকেরা পরের প্রাণ আপনাদের প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞান করিয়া, স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। জাহাজ ক্রমে ক্রমে জলমগ্ন হইল। কি অসাধারণ সাহস, কি মহৎ চরিত্র!

আবুকারের যুদ্ধে মহাত্মা এবার ক্রম্ বি অত্যন্ত আহত হইয়া ফাউডিনার্ড জাহাজে আনীত হইয়াছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় এক সামান্য সৈনিকের কম্বল তাঁহার মস্তক রক্ষার জন্য আনীত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কম্বল কাহার? তাহাতে উত্তর পাইলেন, ইহা ডন্‌কন্ নামক এক সৈনিকের। তাহাতে সেনাপতি বলিলেন, অদ্য রাত্রিতেই এই কম্বল তাহাকে ফেরত দাও। পরকে কষ্ট দিয়া আমি সুস্থ হইতে চাহি না। প্রাণ যায় তখনও উদারতা!

পরিশেষে মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি। যদিও আখ্যায়িকা কিন্তু ইহার মধ্যে সার সত্য নিহিত আছে। একদা ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে শ্রেয়োলাভ করিবার জন্য দানবরাজ প্রহ্লাদের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন এখন অবসর নাই। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বলিলেন, যখন অবসর আসিবে তখন কৃপা করিয়া শিক্ষা দিলে চরিতার্থ হইব। পরে অবসর আসিল, প্রহ্লাদ যত্নসহকারে ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও ভক্তিসহকারে গুরুসেবা করিতে লাগিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে দানবরাজ বলিলেন, কি বর চাও? তাহাতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, আপনার সচ্চরিত্রতা ভিক্ষা করি। প্রীত হইয়া প্রহ্লাদ তাহাই দান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন, তৎকালে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে তাঁহার শরীর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল আমি চরিত্র। আমি এখন তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। আমি এখন সেই ব্রাহ্মণের দেহে (অর্থাৎ ইন্দ্রের দেহে) প্রবিষ্ট হইব। অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটি তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও তথায় যাইতে হইবে। ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটী তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, দানবরাজ আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ বলিল, আমি সৎকার্য্য, যেখানে সত্য আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি। অনন্তর প্রহ্লাদের শরীর হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে কহিল আমি বল। সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। বল এই

বলিয়া প্রস্থান করিলে, প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানবরাজ আমি লক্ষ্মী, আমি এত দিন তোমার দেহে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে চরিত্রহীন হইলে ধর্ম্ম সত্য সৎকার্য্য বল ও অর্থ কিছুই থাকে না।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় শিক্ষা দিতেছেন। "কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, এইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম।"

আমি অদ্য রজনীতে যে সকল মহাত্মাদের নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিলাম, আমরা যেন কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারি। এবং প্রহ্লাদের জীবন হইতে যে অমূল্য উপদেশ শিক্ষা পাইলাম তাহা যেন অতি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। হে দেব! তুমি আমাদিগকে সচ্চরিত্র কর; এই তোমার নিকটে ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

মাঝপথ।

বিশেষ কোনো কার্য্য-উপলক্ষে দূর-দেশে যাত্রা করিবার সময় মাঝপথে কাল-বিলম্ব করা যাত্রীর পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে—তাহাতে কার্য্যহানি হইতে পারে। তবে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝপথের স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক কাল-বিলম্ব না করিলে নয়—কাজেই করিতে হয়। আমরা এক্ষণে আত্মা হইতে সত্যে যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছি-আসিয়া। এই মাঝপথটিতে কিয়ৎকাল থামিয়া-দাঁড়াইয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা নিতান্তই আবশ্যক।

ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান কিরূপ পদার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি। আমাদের গম্যস্থান হ'চ্চে সত্য-জগৎ। ভাব-জগতের মধ্য দিয়া সত্যজগতে উপনীত হইতে হইবে; তাহার পথ হ'চ্চে আত্মজ্ঞান। সম্মুখবর্ত্তী পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল আলোচিতপূর্ব্ব আত্মজ্ঞানের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, সাধক আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনাকে জ্ঞাতৃস্থান হইতে জ্ঞেয়স্থানে আনয়ন করেন। তাহা না করিয়া তিনি যদি বলেন—"আমি আছি' এ কথাটিতে আমার তিলমাত্রও সংশয় নাই; এই তো আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে; ইহার অধিক তুমি কি চাও?" তবে সে যে তাঁহার আত্মজ্ঞান, সেরূপ আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে; তাহার জন্য সাধনের কোনো আবশ্যকতা নাই। সেরূপ আত্মজ্ঞানে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির আ-